GEO VIBES

2024

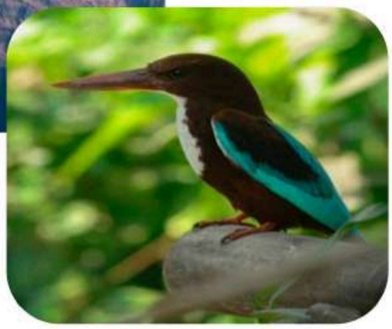

A WEBZINE BY

DEPT. OF GEOGRAPHY

UNIVERSITY B.T & EVENING COLLEGE

COOCHBEHAR WEST BENGAL

Geography is not just a subject, it is a way of thinking, seeing, and understanding the world around us

The study of geography is a journey of exploration that never ends, as there are always new places to discover and understand.

ABOUT
GEO VIBES

GEO-VIBES IS THE OFFICIAL MAGAZINE OF DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, UNIVERSITY B.T. & EVENING COLLEGE, UNIVERSITY OF NORTH BENGAL. THIS IS THE **THIRD YEAR** OF PUBLICATION OF THE MAGAZINE, THE MAGAZINE IS FILLED WITH CREATIVE THINKING AND WRITING SKILLS OF THE STUDENTS IN THE AREA THAT INTERESTS THEM. HOPE THIS MAGAZINE BRINGS SOME KNOWLEDGE AS WELL AS FUN TO THE READERS.PRESENTING GEO-VIBES, A WEBZINE

COLLEGE FACULTY

DR.
A.H. MD.
RAFIQUZZAMAN

Teacher-in-Charge

WELCOME NOTE FROM THE TEACHER-IN-CHARGE

Dear Learners, We welcome you to our institution, your gateway to the wide and creative world of higher education. Our college is the only institution in North Bengal which offers both B.Ed. and Degree Courses.Established by the University of North Bengal, the college has been striving continuously to provide meaningful and quality education to the students of this area of West Bengal. Over the years, the demand for higher education has increased enormously, while the supply of 'quality' education is lagging behind. With the opening up of education sector for private players, a large number of higher learning institutions have come up in our country.Driven by profit motive, they are often found to ignore the quality aspect of education. Quality assessment of academic institutions is therefore of utmost importance.It is a pleasure to announce that our college has been assessed and accredited by National Assessment and Accreditation Council of India (NAAC) twice in 2006 and 2013. NAAC acknowledged the sincere efforts of the college in achieving excellence in higher education. It is also a premier B.Ed. institution in this area which has been enjoying recognition from National Council for Teacher Education (NCTE) since inception. We endeavour to accelerate the pace of development in future in order to fulfil the aspirations of the new generation in a globalised society.Friends, you have enhanced our responsibility by reposing faith on us. Let us take this oppotunity to provide you with a platform leading to the glorious path of destiny.

Dr. A.H. Md. Rafiquzzaman
Teacher-in-Charge,
University B.T. & Evening College.

DR.
MD SELIM REJA
FACULTY
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY
UBT & EVENING COLLEGE

MRS. BENOJIR YASMIN
FACULTY
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY
UBT & EVENING COLLEGE

MR. BISWAJIT DEBNATH
FACULTY
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY
UBT & EVENING COLLEGE

MRS. BANYA KARMAKAR
FACULTY
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY
UBT & EVENING COLLEGE

MRS. ADITI DAS
LAB ASSISTANT
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY
UBT & EVENING COLLEGE

Editorial Committee

MR. BISWAJIT DEBNATH
FACULTY
Department of Geography
UBT & Evening College

MR. BISWADIP DEY
STUDENT
5th semester
Department of Geography
UBT & Evening College

SURYA SEN
STUDENT
5th semester
Department of Geography
UBT & Evening College

BEAUTY SARKAR
STUDENT
5th semester
Department of Geography
UBT & Evening College

PARIJAT DEY
STUDENT
3rd semester
Department of Geography
UBT & Evening College

Geo-Vibes: 'A Story of Student Initiative and Continuous Improvement' By Last Magazine Secretary

In 2022, aside from the wall magazine, we wanted to create something different to implement that desire. Our teacher, Biswajit Sir, suggested that we create a webzine. My senior, Kantipriya Di, and I began working on this project. In short, it was not at all easy for us, as we had no prior experience with this kind of work. At that time, we also did not have any computers in our geography lab. After numerous discussions, we had to work independently from home. Eventually, it was time to name our webzine, which we decided to call Geo-Vibes. It was inaugurated by our ex-principal, Dr. Subhash Chanda, on September 5, 2022.

The next year, I became the secretary of the Geo-Vibes committee. As the secretary, I had to oversee everything under the supervision of BD Sir. With the confidence and experience I had gained, I was ready to create and finalize the project. My senior, Kantipriya Di, had graduated from college the previous year. So, remembering everything, I brought along one of my juniors and started the work peacefully. According to the reviewers, Geo-Vibes 2023 was more aesthetic and attractive than the previous edition. To add more contrast to Geo-Vibes, we included a few pictures from the football match between juniors and seniors. The second edition of Geo-Vibes was also inaugurated by our ex-principal on Teachers' Day.

Inspired by our previous work, our juniors are continuing the legacy of our Geography department. Biswadip Dey, in particular, was highly motivated and took the task seriously, finalizing Geo-Vibes 2024 single-handedly. He also took on the responsibility of teaching his junior (Parijat) how to gather data from students and graduated seniors to create Geo-Vibes 2025 in the upcoming year. Biswadip accomplished this with his intelligence and the support of his classmate, Surya.

CONTENT

Photography
Poem
Writing
Drawing

PHOTOGRAPHY

Surya Sen
5th Sem

Biswadip Dey
5th Sem

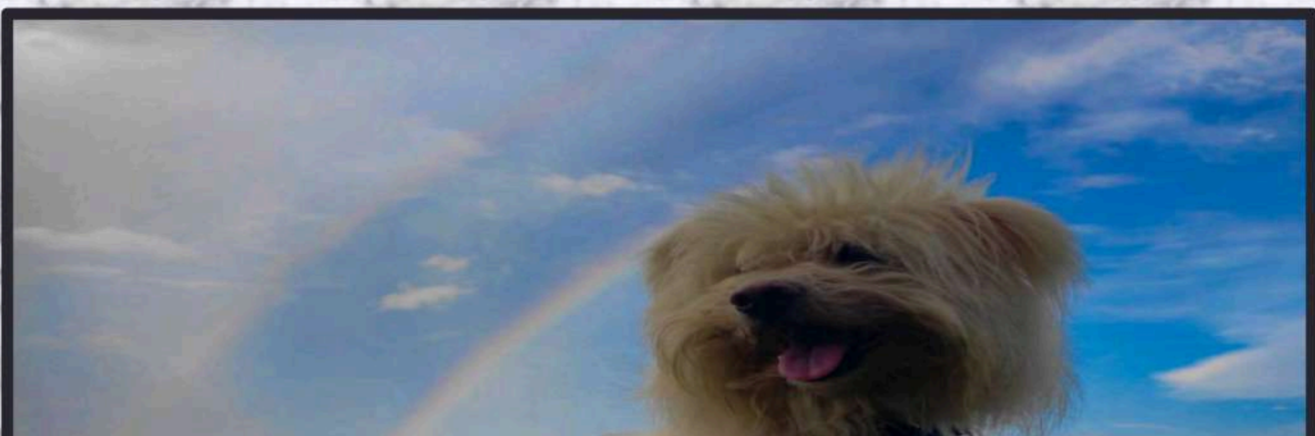

Namrata Sarkar
5th Sem

Chayanika Bhattacharjee
5th Sem

Ananya Roy
5th Sem

Anjana Bania
5th Sem

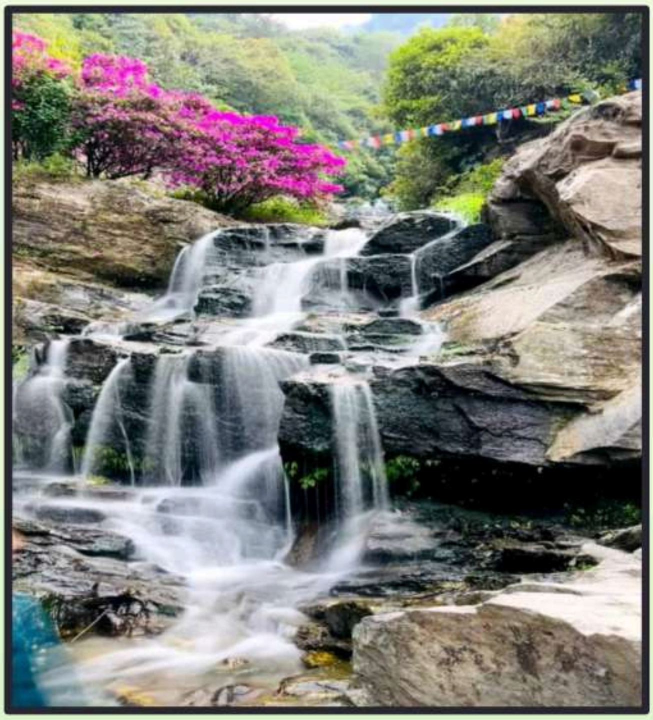

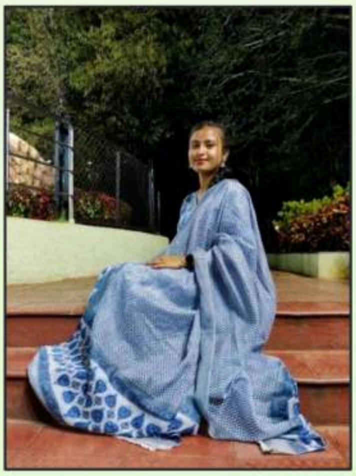

Dipa Roy
5TH Sem

Arpita Roy
5th Sem

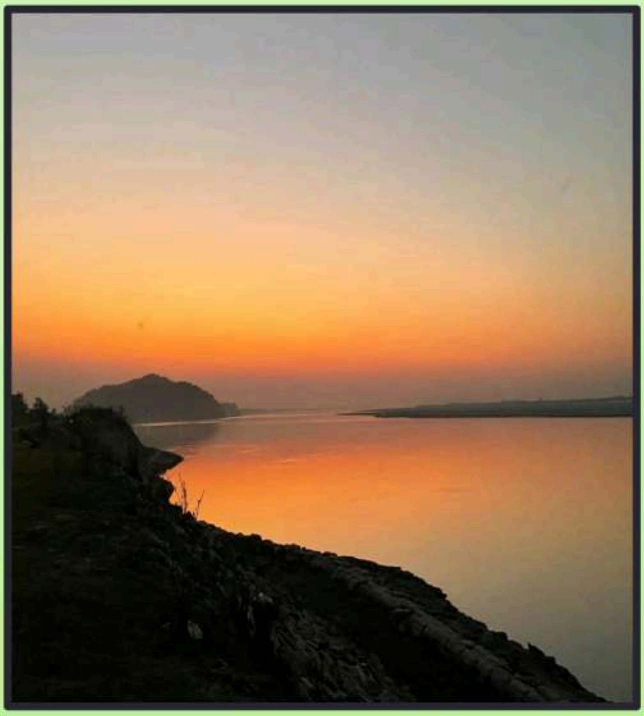

Bhairab Barman
5th Sem

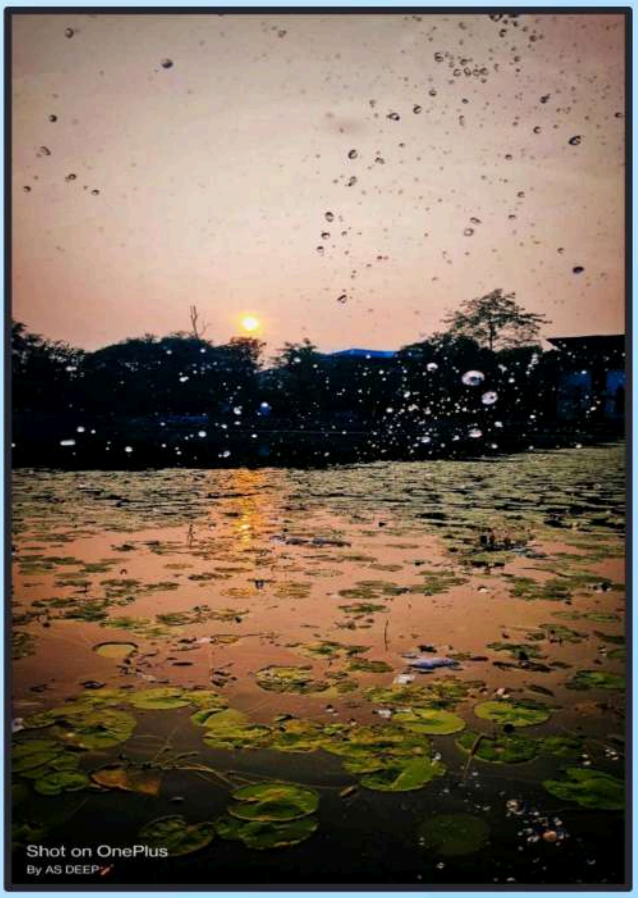

Apurba Sarkar
5th Sem

Kaushik Ghosh
5th Sem

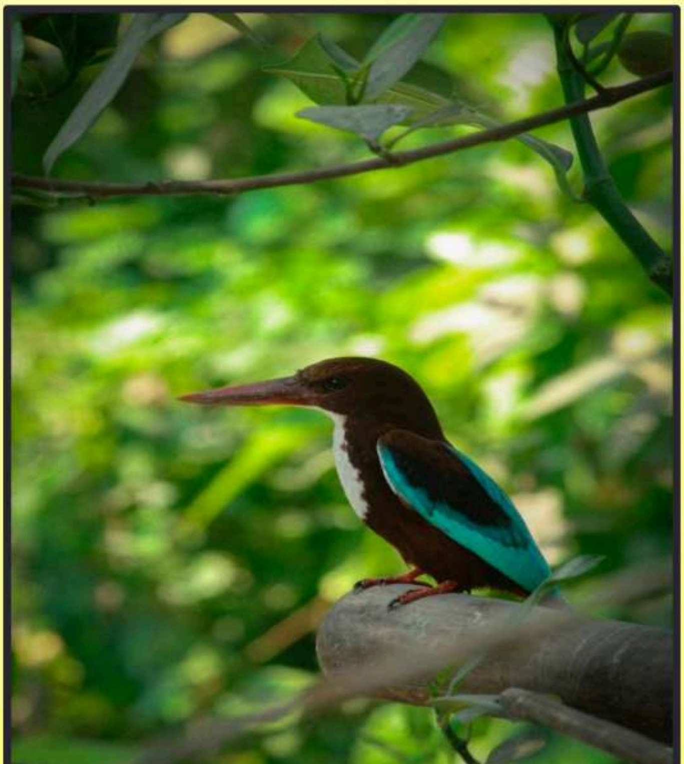

Manabendra Nath
Bhattacharjee
5th Sem

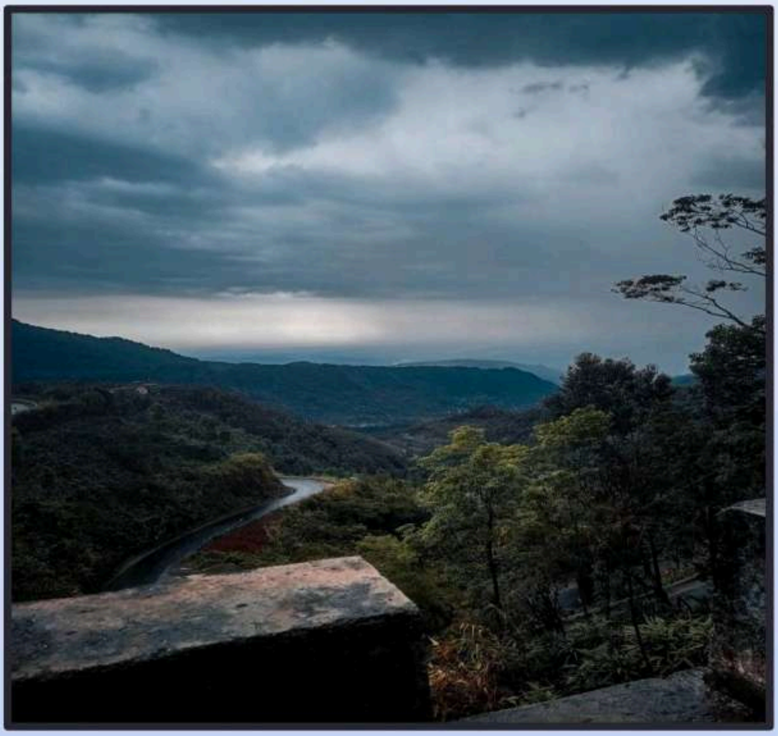

Subhadip Aich
5th Sem

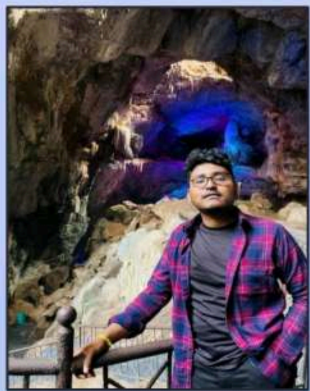

Kuldeep Barman
5th Sem

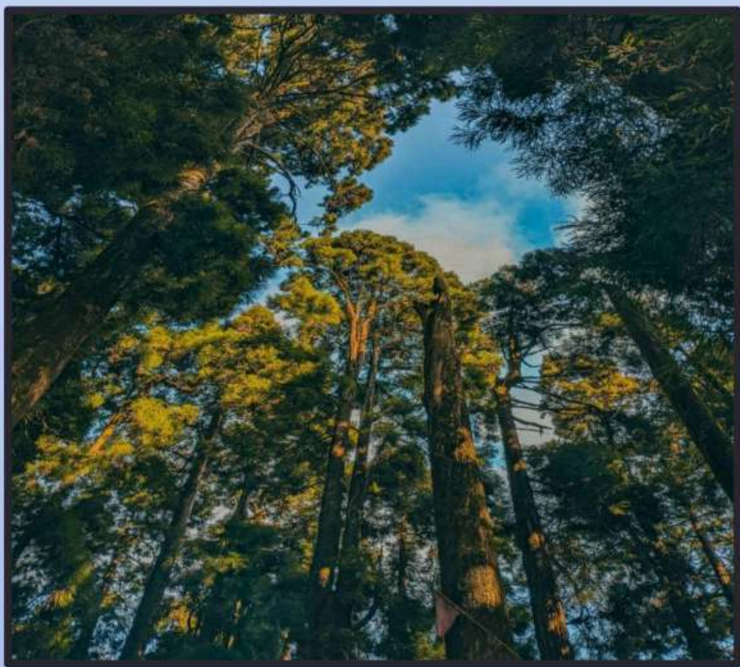

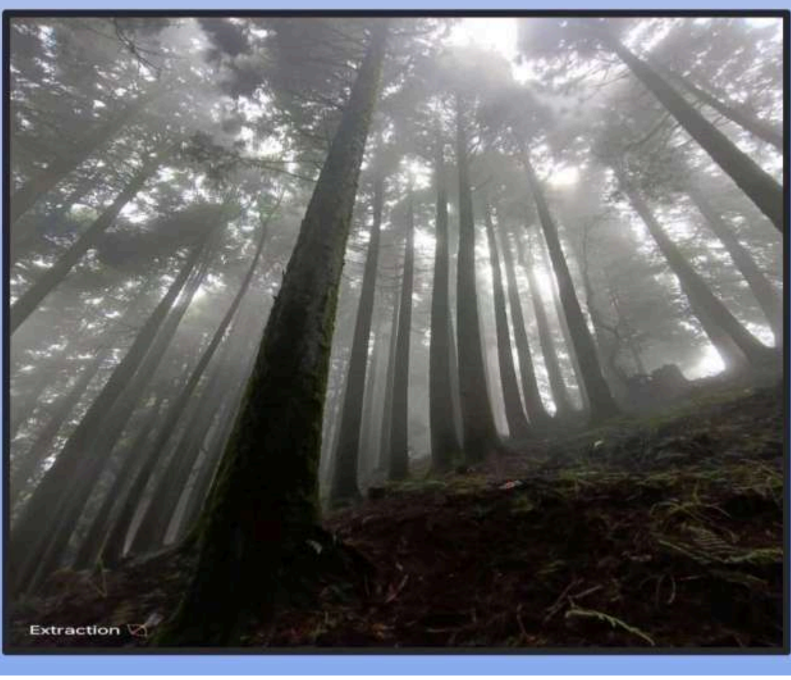

Sagardip Roy
5th Sem

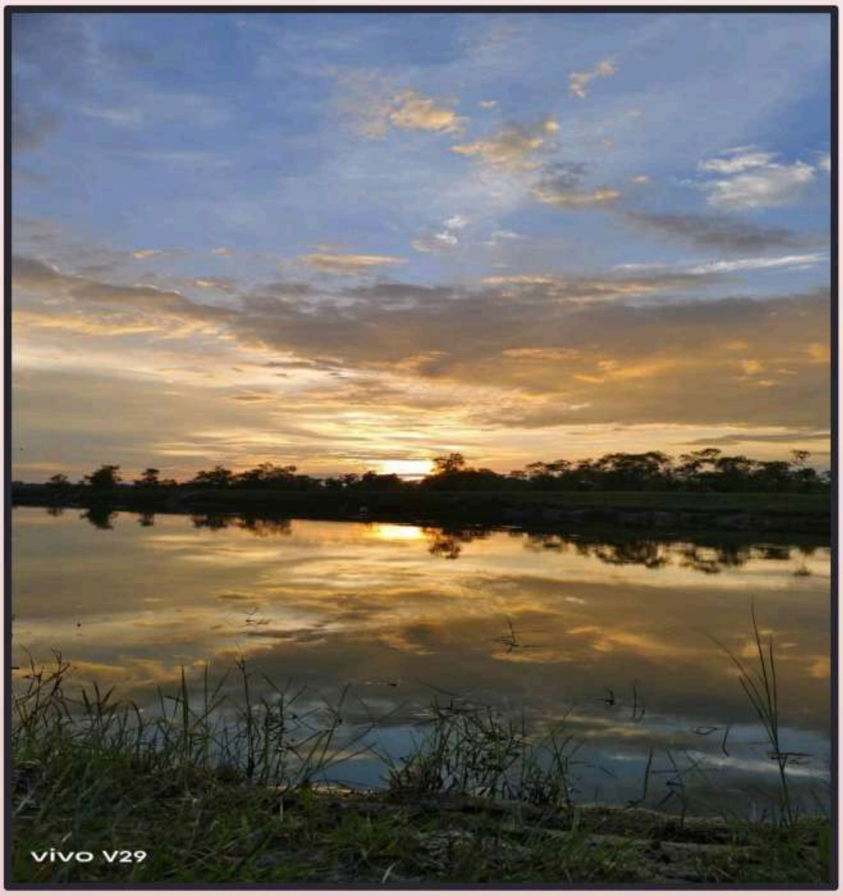

Rakhi Karjee
5th Sem

Rana
Chowdhary
5th Sem

Beauty Sarkar
5th Sem

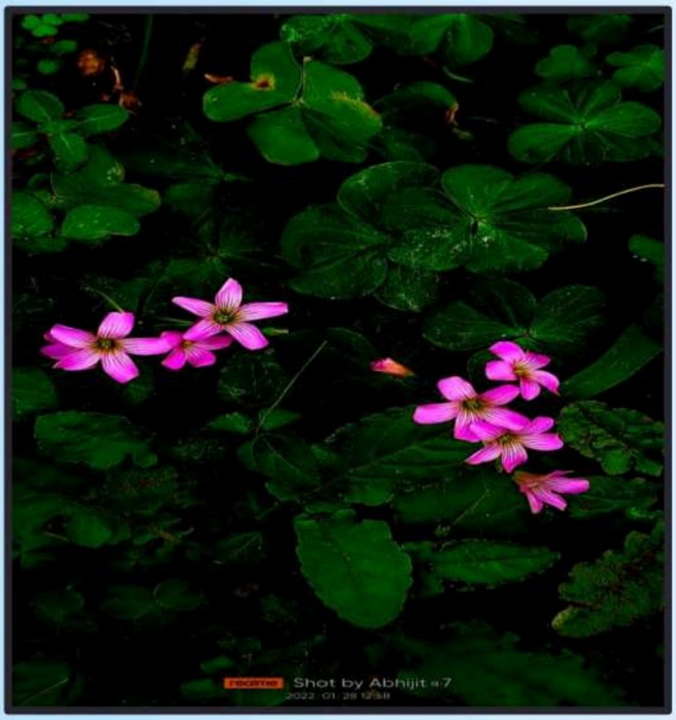

Abhijit Barman
5th Sem

Subhajit Karjee
5th Sem

Mr. Biswajit Debnath

Professor

Banasree Das
3rd Sem

Raka Ghosh
3rd Sem

Debraj Sarkar
1st Sem

Adrita Datta Chaudhuri
1st Sem

Arpita Kundu
(2024 Passout)

Payel Das
(2024 Passout)

Antara Chakraborty
(2024 Passout)

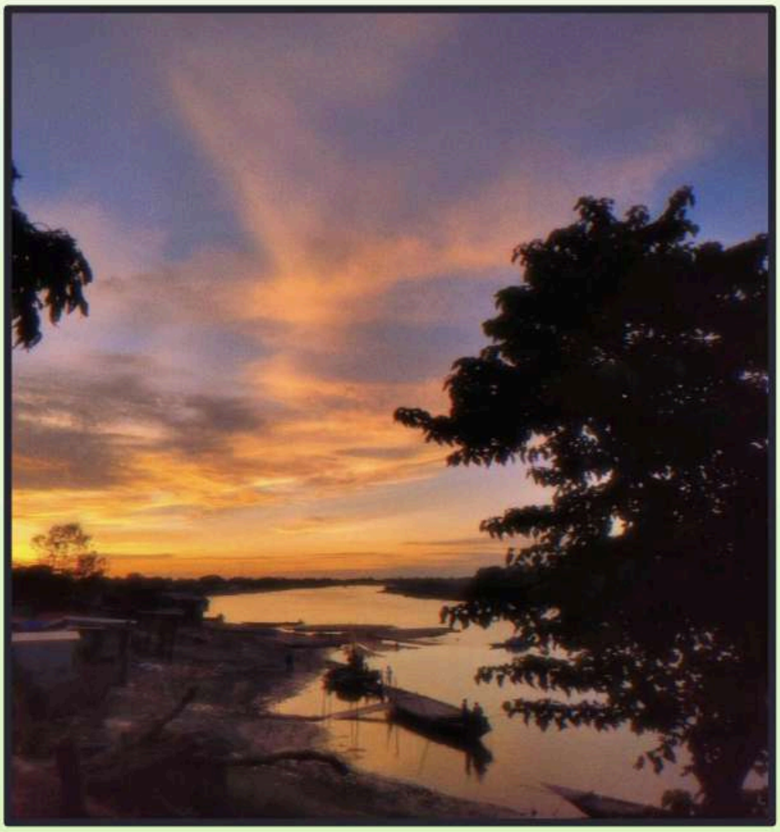

Gairika Sur
(2024 Passout)

Yaindrila Banik
(2024 Passout)

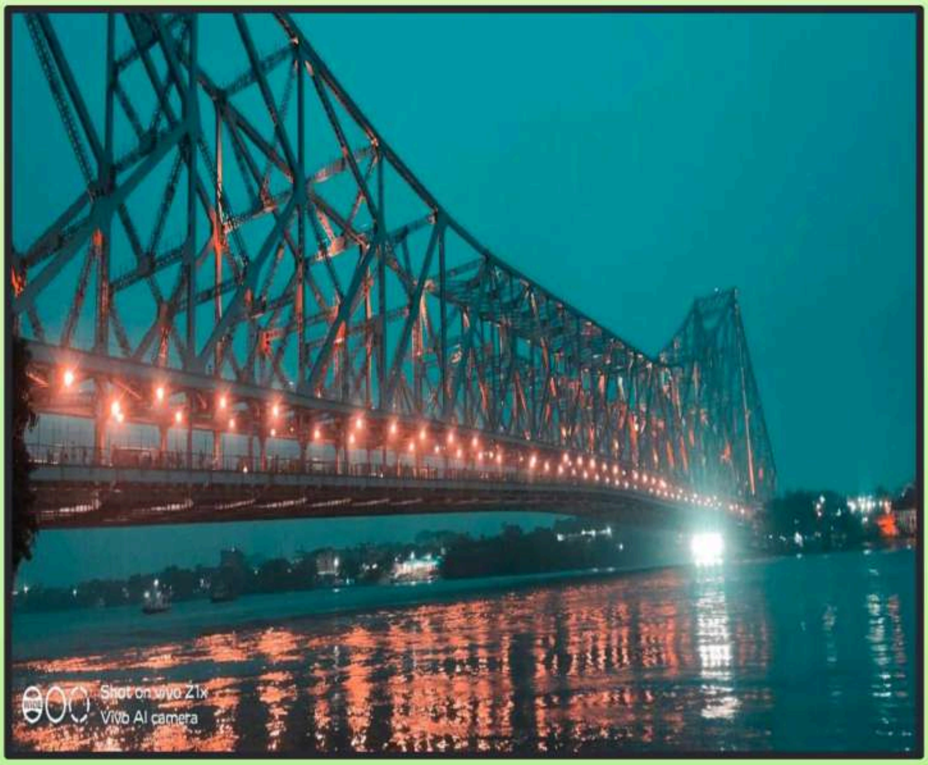

Shibam Acharjee
(2024 Passout)

Dipanjan Dey
(2024 Passout)

Aditya Bhattacharjee
(2024 passout)

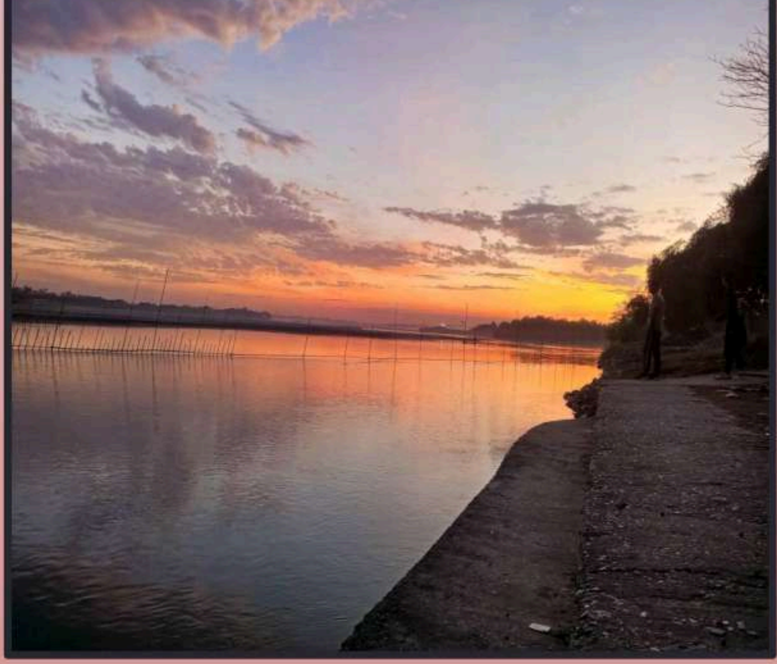

Dhrubajyoti Malakar
(2024 Passout)

Anurag Nandi
(2024 Passout)

Sujoy Roy
(2024 Passout)

Shoban Poddar
(2024 Passout)

Ambalika Barman
(2023 Passout)

Krishna Dhar
(2023 Passout)

Debraj Roy Karmakar
(2017 Passout)

POEM
& WRITING

শিক্ষক তোমায়
জানাই প্রনাম

অপূর্ব সরকার

সমাজের শ্রেষ্ট কারিগর তুমি
শিক্ষক তোমার নাম
হে শিক্ষক! শিক্ষাদাতা তুমি
তোমায় জানাই প্রণাম।
মায়ের কাছে শিশুশিক্ষা
জন্ম থেকেই শুরু
মায়ের পরে তুমি শিক্ষক
জ্ঞানের আদর্শ গুরু।
সমাজকে দিয়েছো তুমি
সু-শিক্ষা দান।
তাইতো শিক্ষক তুমি
জগতে দেবতা সমান।
শিক্ষার প্রদ্বীপ জালিয়ে তুমি
সকলকে দিয়েছো শিক্ষাদান
হে শিক্ষক! শিক্ষাদাতা তুমি
তোমায় জানাই প্রণাম।

বর্তমান সমাজ
ঝুমা গুণ

সৃষ্টিকতার অপরূপ সৃষ্টি
নর আর নারী।
এরই মাঝে অভিন্ন পেগেছে
পুরুষরূপী কিছু পাশবিক দুরাচারী।।।
তাইতো আজ বঙ্গভূমির খুলিল মুম
দেহ হয়েছে ছিন্নভিন্ন।
জননীর আসিতে আজ অশ্রুধারা
অসংখ্য শতচিহ্ন ।।
হায়রে পুরুষজাতি, নারী অবহেলিত?
ভোগের বস্তা নারীরে করিস অসম্মান।
মূর্খ তোর তোরা বিক্ষার বিক্কার তোদের
চিন্তাভাবনা
নিজের মা-কেই করেছিস অপমান।।
মূর্খশাসিত এই সমাজে আজ
নেতাজী আর ক্ষুদিরাম জন্ম নিক ঘরে
ঘরে।
শাস্তি হোক সেই পাশবিকদের
বৌত করুক সমাজটিরে।।

দুমুখো সমাজ
অনামিকা শিকদার

একটি মেয়ের মৃত্যুতে
হচ্ছে এতো হাহাকার,
দেশজোড়া যে কত মেয়ে,
হয়েছে ধরষনের শিকার।
একটি মেয়ের কষ্ট তে,
পাচ্ছো তোমরা কষ্ট,
শিকারে বেঁচে যাওয়া
কত মেয়ে যে,
হয়েছে ঘর বন্ধ।
সাধিন দেশের সাধিন সমাজ
করছে তাদের একঘরে,
সেই ভয়েতে সেই মেয়েরা,
করছে তাদের মাথা নীচে।
দোষ না করেও
দোষ যাচ্ছে তাদের ঘারে,
উঠেছে প্রশ্ন
কেনো তারা একলা গেলো
সৈইখানে?
চোখ টেরিয়ে দেখছে তাদের
দিচ্ছে তাদের লজ্জা,
সেই লজ্জা হরণ করে
দিচ্ছে না কাউকে সাজা।
সেই সমাজে থাকি আমরা,
সেই সমাজেই খায়,
সময় হলে নিন্দা করি,
নয়তো খায় আর ঘুমাই।

জীবন

সূর্য সেন

জীবন মানে যুদ্ধ
জীবন মানে বাঁধা
জীবন মানে পৃথিবীর অমেলানো এক ধাধা।।
জীবন মানে দুঃখ
জীবন মানে কান্না
জীবনে কোন দিনো খুশি থাকা যায়না ॥
জীবন মানে বেদনা
জীবন মানে কষ্ট
জীবন সবারি কম বেশি নষ্ট।।
তাই জীবনে দুঃখকে করতে হবে জয়
সব সময় খুশি থাকলে কী জীবন দুঃখের মনে হয়?
তাই খুশি দিয়ে দুঃখ কে করব জয়
সব সময় দুঃখে থাকলে জীবন কী মধুর মনে হয়।।
তাই ছোট্ট এই জীবনে দুঃখের সাথে
সুখ কেও নিয়ে চলতে হয়।।

মায়ের স্নেহের স্বপ্ন

শুভদীপ আইচ

মা, আবার যেন একবার স্নান শেষে ভাত খাওয়াও,
ছেঁড়া আঁচলের কোণে ঘাম মুছে দাও,
আর কখনো না বলি 'আর খাব না',
তোমার রান্নার স্নেহের খাবার আবার চাই, তেমনই চাই।
যেমন তুমি আগের মতো সব আবদার মিটাতো,
দু-গ্রাস ডালভাত কিংবা দুধের পিঠে,
চালের গন্ধ মাখানো হাতে,
যতই ছোট কাঁকড়ো থাকুক, তোর আদরের খাবার চাই।
আর একবার স্নান শেষে সেই আদর মাখানো ভাত,
তোমার স্নেহে সুখ খুঁজতে চাই,
যেখানে সব কষ্ট উবে যাবে,
তোমার হাতের সেই শান্তির স্বাদ চাই।
মা, আবার দুপুরে ঘুম পাড়াও,
ছেঁড়া তালপাখায় স্বপ্ন বুনে দাও,
যতই ডাকুক সবাই 'খেলতে যাবি?'
তোমার সুরেই শান্তি খুঁজে পেতে চাই, আর ক্লান্তি ভুলতে চাই।
শুধু তোমার সেই ঘুম-পাড়ানি গান শুনতে চাই,
যেমন করে শিশু শান্ত হয় মায়ের কোলে,
আর কোনোদিন ধুলোয় গড়াতে চাই না,
মায়ের স্নেহের কোলেই ফিরে যেতে চাই।
আর একবার দুপুরবেলায় সেই স্নেহের ঘুম পাড়াও,
মা, তোর কোলে ফিরে সেই শান্তি চাই,
তোমার স্নেহে আবার ঘুমিয়ে পড়তে চাই,
মায়ের আদরের মাঝে ফিরে আসতে চাই।

যন্ত্রণা
(কোভিড 19 প্রেক্ষাপট)

শিবম আচার্জী

আবেগ নিয়ে লিখেছি অনেক, লিখবো এখন যন্ত্রনা।
এই বিষয়টা এতই খারাপ, চলে না কোন মন্ত্রণা।।
যন্ত্রণা হলে চলেনা মাথা, আর হয় না সহ্য।
আশা করি বুঝবে সবাই, কাজ করবে ন্যায্য।।
যেহেতু আমরা সবাই মানুষ, রক্তে মাংসে গড়া।
যন্ত্রণা হলে যায় না থাকা, কোনো চিকিৎসা ছাড়া।।
তাইতো বলি সুস্থ রাখো স্থল-বায়ু- জল।
এত মৃত্যু সামনে দেখে, ফেটেছে অশ্রুকল।।
শ্বাসের কথা মাথায় রেখে, রোপন করো গাছ।
পুকুর-নদী স্বচ্ছ রেখে, বাঁচতে দিও মাছ।।
প্রকৃতিকে ভালোবাসো, ছাড়ো কামনা বাসনা।
দেখবে সুন্দর কাটছে জীবন,
থাকবে না কোনো যন্ত্রণা।।

সোনালি দিন

দীপাঞ্জন দে

কলেজ জীবনের আলো, সোনালি দিন,
বন্ধুর হাসি, বইয়ের পাতায় লেখা স্বপ্নের
রিন। ক্লাসরুমে আলোঝলমলে শিক্ষা,
পাঠ্যক্রমের জগৎ, জ্ঞানের সান্নিধ্য।
বন্ধুত্বের বন্ধনে বাঁধা সম্পর্ক,
সঙ্গী হতে চলা নানা হাসি-কান্নার তর্ক।
লেকচারের মাঝে পাওয়া মনের শান্তি,
অভিজ্ঞতার ঝুলিতে জমা সোনালী স্মৃতি।
প্রত্যেক দিন নতুন একটি পরীক্ষা,
জীবনের পাঠ, একেবারে নতুন এক
উপন্যাস।
সেমিস্টার ফাইনাল, প্রস্তুতির হাহাকার,
প্রচেষ্টা আর সাফল্যের মিষ্টি আনন্দের
গুঞ্জন।
ছুটির দিনে আনন্দের মেলা,
দৌড়-ঝাঁপ, আড্ডা, মজার খেলা।
ক্যাম্পাসের সবুজ, প্রাণবন্ত সকাল,
সন্ধ্যার আলোয় এসডিতে গান।
কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে সাপ্তাহিক সফর,
স্মৃতির মেলা, আনন্দের অফুরন্ত সঞ্চয়।
জীবনের যাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়,
কলেজের দিনগুলো থাকবে চিরকাল
হৃদয় খুঁটিয়ে।

কন্ঠের বিকট গর্জন

কৃষ্ণা ধর

অন্ধকারে তুমি চাইলে অশান্তি,
অদাহায় কন্ঠে চাপা কান্না,
আর না, আর নয়, সহ্য হবে না,
আজ আমরা চাই মর্যাদার মানা।
আমাদের কন্ঠ যেন বিকট গর্জন,
অন্যায়ের বিরুদ্ধে মিছিলের গান,
আবচারের বিরদ্ধে মুখে দাঁড়াও,
প্রতি পদে জাগুক নতুন আকাশের প্রনাম
নীরবতার চাদর পেঁচিয়ে না রাখো,
ভয়ে ঘরে বন্দী না হয়ে,
বরুদ্ধ গজনে কাসুক মাটির বুকে,
সত্যের খোঁজে আমরা পথে সথে॥
পুলকিত চেয়ে উঠে থাক শক্তি,
বিচারের চাদর ছড়াক প্রতিটি অভো,
শাসকের মুখে সোজা প্রশ্ন,
নির্ঘাতনের গ্লানি হবে চিরতরে বিদায়।
আমরা জেগে আছি, শান্তিতে নয়,
নিরাপতার প্রতিশ্রুতি চাও,
অন্যায় যেন ফিরে না আসে,
এবার আমাদের প্রতিরোধ জয়লাভ করুক।।

RG KAR

কলেজে জীবনের ডাইরি থেকে

মৃত্যুঞ্জয় সরকার
(প্রাক্তন ছাত্র)

"শেষ হয়েও হইলনা শেষ। "....২০১০ থেকে ১৩ আমার তিন বছরের স্নাতক ডিগ্রী সম্পন্ন হল । তবে কলেজের প্রতি একটা ভালোবাসা রয়েই গেল !২০১৩ সালের জুন মাস নাগাদ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তৃতীয় বর্ষের ফাল ঘোষনা করল, আমারা ডিপার্টমেন্টের সকলেই উতরে গেলাম । আমরা মানে- আমি, অপূর্ব, অনুপম, সুব্রত, বিশ্বজিৎ, রাহুল ,মোস্তাফিজোর, অনিক, অসীম একমাত্র বান্ধবী মিতা সহ । রেজাল্টের পর একটা হুরো-হুরি পড়ে গেল সকলের মধ্যে, কে কোন দিকে নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে যাবে । আমাদের যেহেতু রক্তে ঢুকে গেছিলো " I born to be a teacher " তাই কেউ আর অন্য দিকে ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবেনি । আমাদের মধ্যে দীর্ঘ দেহী মোস্তাফিজোর অবশ্য এরি মাঝে সেনা বাহিনীতে চাকরি পেয়ে গেল । পড়ে রইলাম আমারা বাকি ৯ জন। সুব্রত, অপূর্ব, বাহুল, অনুপম ওর চলেগেল হিমাচল প্রদেশ বি.এড করতে । আমি, অনিক, বিশ্বজিৎ চলে গেলাম মাষ্টার্স করবে । মিতা পড়াশুনা আর না এগিয়ে একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কে চাকরি নিয়ে জীবন শুরু করল । "মাষ্টার্স করার সময় আমি যতবার কোচবিহারে শহরে এসেছি প্রতিবার ডিপার্টমেন্টে গেছি , স্যার দের সাথে দেখা করেছি ; যা আজকাল আর হয়ে ওঠে না ।

ধারাবাহিক...

সিকিম ডায়েরি

দিনটা ১৪ই জানুয়ারি ২০২৩, জীবনের প্রথম এক্সকার্সনের সাক্ষী হতে আর মাত্র বাকি দুটো দিন। সবাই খুবই খুশি সঙ্গে উত্তেজিত। কত কিছু কেনাকাটি চলল সবার। । এবার এলো যাবার পালা, "উঠে পড়লাম বাসে, আর নামলাম স্বপ্নের দেশে"। যদিও কিছুর প্রথম দিকে একটু গুমোট বোধ হচ্ছিল কিন্তু সেটা পরের দিকে কেটে যায়। গ্যাংটকের এমজি মার্গ ঘুরে দেখলাম শহরটা কতটা গুছানো এবং পরিষ্কার। এখানেও চলল কেনাকাটি। জিরো পয়েন্ট গিয়ে বরফ দেখব ভেবে গাড়িতে চাপলাম সবাই। হঠাৎ গাড়ির চাকা স্কিড্ করতে থাকায় হাতে বিপদ নিয়ে যাওয়াটা সম্ভব ছিলনা। কিন্তু শেষ মেষ আমদের ইচ্ছাটা পূরণ হয়। একে অপরকে বরফ দিয়ে ঢিল ছোড়া থেকে শুরু করে সেখানেই গান বাজিয়ে নাচানাচি সব কিছুই ক্যামেরা বন্দী করা হয়েছিল। লাচেন,লাচুং ঘুরে তারপর আসা হলো পেলিং এ। এর মাঝেই তো সব স্মৃতির আবেশ। বরফ দিয়ে খেলা, গাড়িতে বসে স্মোক করা, গাড়ি ঠেলা , কাগজে চোর পুলিশ খেলা, একসাথে আড্ডা আরো কত কিছুই না করেছিলাম আমরা। মনে পড়লো শোভনের DSLR এর কথা এই ক্যামেরায় তোলা কত ছবিই আজ অনেকের সোশ্যাল মিডিয়াতে কভার ফটো। তবে কোয়ালিটি ডাস নট ম্যাটার। রিম্বিতে সার্ভে করতে গিয়ে সম্মুখীন হোলাম সেখানকার মানুষের জীবনধারণের। চলল তাদের সাথেও সমানভাবে কথা বার্তা। পাশেই মেলা চলছিল, সেখানে গিয়েও পাহাড়ি ফুচকা টেস্ট করা, ছবি তোলা এসব চলল। কিন্তু যেটা না বললেই নয় সেটা হলো আমার পায়ের মোজা। যাক এটাকেও একটা স্মৃতি হিসেবে বলা চলুক।

দীপাঞ্জন দে
(প্রাক্তন ছাত্র)

বিশাখাপত্তনম ডায়েরি

কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রান ঢেলেছি ।জানার মাঝে আজানারে করেছি সন্ধান, বিস্ময়ে তাই জাগে জাগে আমার গান। " --- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

কবি লিখেছেন ---- " বিপুলা এই পৃথিবীর কতটুকু জানি ' তাই মানুষের মনে থাকে অনন্ত আগ্রহ, অচেনা কে চেনার আর আজানা কে জানার। এই নতুন আকর্ষণে মানুষ প্রতিনিয়ত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ায় । এই সফর মানুষের জ্ঞান সঞ্চয়ের ও অবকাশ যাপনের উৎকৃষ্ট পন্থা। এতে অভিজ্ঞতা বাড়ে ও হৃদয়ের প্রসার ঘটে। এই উদ্দেশ্য গুলোকে সামনে রেখেই স্কুল- কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা মুলক ভ্রমণের আয়োজন করা হয় ।

ইউনিভার্সিটি বি টি এন্ড ইভনিং কলেজের ভূগোল বিভাগে প্রতি বছর ই ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা মুলক ভ্রমণের আয়োজন থাকে। এটা সিলেবাসের একটা অংশ । এবারের এসকারশন এর জন্য বিশাখাপত্তনম কে বেছে নেওয়া হয় ।ভূগোল বিভাগের চতুর্থ সেমিস্টারের ছাত্র ছাত্রী, বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপকে সেলিম রেজা স্যার,অধ্যাপক বিশ্বজিৎ স্যার এর সাথে আমি এই ভ্রমণের সঙ্গী।আমরা পৌছে গেলাম

22/02/2024 তারিখে অন্ধ্রপ্রদেশের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ শহর ভাইজ্যাগ এ ।আমাদের দশ দিনের ভাইজ্যাগ সফর মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা হয় । প্রথম পাঁচ দিন ভাইজ্যাগ শহর ও আশেপাশের প্রসিদ্ধ জায়গা গুলোতে ঘোরা। আর পরের দুদিন অরাকু ভ্যালি তে থাকা। বিশাখাপত্তনম এর ইতিহাস খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর । শহর টি সাতবাহন ,ভেঙ্গী, পল্লব,পূর্ব গঙ্গা রাজবংশ দ্বারা শাসিত ছিল।এটি একটি প্রাচীন বন্দর শহর,যা মধ্যপ্রাচ্যে এবং রোম সাম্রাজ্যের সাথে বানিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।আঠারো শতকের শেষের দিকে এটি ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল। বিশাখাপত্তনম হলো ভারতের পঞ্চম ব্যস্ত তম কার্গো বন্দর। এটি পুর্ব ঘাট পর্বতমালার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর একটি সৈকত শহর, একে সিটি অফ ডেস্টিনি এবং পূর্ব উপকূলে র রত্ন বলা হয়।

আমাদের ভ্রমণের প্রথম দিনের গন্তব্যে ঋষিকোন্ডা বীচ। ঝকঝকে রাস্তা ধরে এগোতে এগোতে উপভোগ করলাম রঙবেরঙের ফুলের সমারোহ ।কিছু সময়ের মধ্যে পৌছে গেলাম বীচে।পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত বঙ্গোপসাগরের এই সমুদ্র সৈকত এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ ।ওয়াটার স্কীং, প্যারাসেলিং ,আর সোনালি বালিতে বসে সূর্যাস্ত দেখা ওহ ---- এরূপ অবর্ণনীয় । সবচেয়ে বেশি আনন্দ করেছে আমাদের ছেলে মেয়ে রা, একে বারে বাধন ছাড়া উল্লাস, সাথে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বীচে বেড়ানোর অনুভূতি ই আলাদা। এরপর রামকৃষ্ণ বীচ , শহর ঘেষে প্রবল জলরাশি মনকে তৃপ্ত করেছে।সাবমেরিন মিউজিয়াম দেখলাম,যেটি এশিয়ার একমাত্র সাবমেরিন জাদুঘর । ভারতীয় নৌবাহিনী তে 31বছর ধরে সেবা প্রদানকারী সাবমেরিন INS কুরুসুল সাবমেরিন কে জাদুঘর হিসেবে জনগণের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে । কি ভাবে ভারতীয় নৌবাহিনী সল্প পরিসরে সমুদ্রের গভীরে থেকে দিনের পর দিন দেশ সেবা করে। পরের গন্তব্য কৈলাশ গিরি------- সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৪00ফুট উঁচুতে অবস্থিত। এখান থেকে সমগ্র ভাইজ্যাগ শহর কে অসাধারণ লাগে দেখতে।আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবর্ণনীয় ।হর- পার্বতীর এক অপরূপ বিশাল মূর্তি রয়েছে ।সুন্দর বাগান দিয়ে ঘেরা কৈলাশ গিরি ।তার সাথে ট্রয় ট্রেনে ঘুরে রাতের শহর কে মোহময় করে তুলেছে। ফিশিং হারবার চলে গেলাম একদিন সকালে, সকালের শান্ত সমুদ্রের হারবার জুড়ে ট্রলার গুলি মাছ বোঝা ই করে দাড়িয়ে আছে, এতো এতো মাছ দেখে মন ভালো হয়ে যায় । মাছে ভাতে বাঙ্গালী র মাছ এও মাছ দেখলে কি মনের অবস্থা ,সেতো আর বলার অপেক্ষা রাখে না । যদিও অনেক সামুদ্রিক মাছ আমাদের অচেনা।,তবুও মাছ বলে কথা। তাজা মাছ আর শুকনো মাছ দেখতে দেখতে আমারা বহুদূর এগিয়ে গেছি। ফেব্রুয়ারি মাসে ও যা রোদের তেজ ,তবুও ছাত্র ছাত্রীরা গরম উপেক্ষা করে উৎসাহ নিয়ে মাছ দেখতে ব্যস্ত । সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা ।এই ফিশিং হারবার ছিল আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের সার্ভের এলাকা । ওরা সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের দের সাথে কথা বলে ওদের জীবন ও জীবিকার খোঁজ খবর নিতে বেশ উৎসাহী ছিল। ভাষাগত কিছু সমস্যা থাকলেও ছেলে মেয়ে রা বেশ দক্ষতা সাথেই নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে।

আমাদের ভাইজ্যাগ ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্বে ছিল অরাকু ভ্যালি ঘোরা। সকাল সকাল বাসে করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম, পাহাড় সমুদ্র

আর ঝকঝকে রাস্তা ধরে এগোতে এগোতে এক সময় সমুদ্র কে ছেড়ে আমরা পাহাড়ি পথ উঠতে শুরু করলাম। পথের দু পাশে কাজুবাদামের গাছ, কলাগাছের সারি, পেঁপে, খেজুর , আম, কাঁঠালের গাছ আমাদের সঙ্গী করে চললাম। আরো উপরে উঠতেই শুরু হলো কফি বাগান, গোলমরিচ বাগান দারচিনি, তেজপাতা র গাছ। আর নানা রঙের ফুল পথের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে।আমরা যারা হিমালয়ান রেঞ্জের পাহাড় দেখেছি, সেই পাহাড়ি পথ চোখ কে যে প্রশান্তি দেয়, পূর্ব ঘাট পর্বতমালায় তা পাওয়া যায় না, এ পাহাড়ের রূপ খানিক রুক্ষ - শুষ্ক। তবে সব রকমের ভূমিরূপের আলাদা আলাদা সৌন্দর্য আছে। শুষ্ক লাল মাটিতে ধাপ চাষ ভালো লাগছিল দেখতে। এসব দেখতে দেখতে পৌছে গেলাম বোরা কেভ্স এ।

অরাকু উপত্যকা র অনন্তগিরি পাহাড়ে প্রায় দেড়শ মিলিয়ান বছরের পুরনো এই গুহা। মূলত চুনা পাথরের দ্বারা সৃষ্টি এই কেভ্স। চুনাপাথরের উপর ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বিক্রিয়া করে অসাধারণ সব ভাস্কর্য তৈরি করছে। যা স্ট্যালাগটাইট ও স্ট্যালাগটাইট নামে পরিচিত।ভূ- তাত্বিক দের মতে দশ লাখ বছর আগে সৃষ্ট এই গুহার মধ্যে দিয়ে নদী বয়ে যেত। পরবর্তীতে নদী র গতি পথ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চুনা পাথরের বিশাল দেওয়ালে র ফাঁক দিয়ে জল পড়ে প্রাকৃতিক নিয়মে তৈরি হয়েছে নানা মূর্তি। স্থানীয় দের নানা বিশ্বাস রয়েছে, তাদের কেউ বলেন রাম- লক্ষন বনবাস কালে এখানে থাকতেন। আরো তারা বিশ্বাস করেন স্বয়ং মহাদেব এই গুহাতে বসবাস করেন। তবে গুহার একেবারে উপরে একটা শিব ঠাকুরের মন্দির আছে। একশো কুড়ি টি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হয়। এক ব্রিটিশ ভূ তাত্বিক উইলিয়াম কিং এই গুহার টি আবিষ্কার করেন। শতাব্দী প্রাচীন এই গুহা পরিচিত লাভ করে আটের দশকে। এখানে একেবারে ন্যাচারাল ভেন্টিলিশন রয়েছে, এই গভীরে নানা রঙ বেরঙের আলো গুহার ভেতরের পরিবেশ কে অনন্য রূপ দিয়েছে।এখনো যে গুহার ভেতরে চুনা পাথরের উপরে জল পরে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে চলেছে তা হাত দিয়ে স্পর্শ করলে বোঝা যায়। ভেতরে চুনজলের সোঁদা গন্ধ মিশে আছে। সত্যিই অসাধারণ একটি দর্শনীয় স্থান।আমরা সবাই খুব উপভোগ করলাম। ওখানে আমরা অসংখ্য বানর দেখেছি , আর ওদের দুষ্টুমি ও উপভোগ করছি। বোরা কেভ্স এর ব্যাম্বু চিকেন আর ব্যাম্বু

বিরিয়ানি বিখ্যাত । স্থানীয় বাসিন্দাদের বেশ কিছু হাতের কাজের দোকান আছে । এখান থেকে বেরিয়ে আমরা পৌছে গেলাম অরাকু ট্রাইবাল মিউজিয়ামে। এটাও বেশ ভালো দেখার জন্য ।অরাকু তে কফি ফ্যাক্টরির কফি আমাদের দারুণ লেগেছে । চোখের সামনে কফি গাছ আর কফি দানা থেকে সামনেই কফি গুড়াকরে প্যাকেট করে দিচ্ছিল ও ও দারুণ । রাতে আমাদের থাকার যে রিসর্ট ছিল সেটাও অসাধারণ ছিল । পরের দিন পাখিদের কিচিরমিচির ঘুম ভাঙাল । কুয়াশা মাখা ভোরে ভ্যালি কে অপরূপা লাগছিল। এই রূপের বর্ণনা লিখে শেষ করা যাবে না ।তবে খুব ভালো কেটেছে দিনগুলি।

এই ঘোরাফেরা তে যাদের কথা বলতেই হবে , বাবু দা আমাদের ট্রাভেলার্স হেড। যার ব্যাবস্থাপনাতে আমরা খুব ভালো আনন্দে দিন গেছে। বাবু দা অত্যন্ত অমায়িক একজন ব্যক্তিত্ব। সবসময় সবার খোঁজ খবর রেখেছেন , খাওয়া দাওয়া ছিল মনে রাখার মতো। আর বাবু দা কে যারা সহযোগিতা করেছে সবুজ, মিঠু , সুশান্ত এরাও একেবারে আপন জন। সবার কথা খুব খুব করে মনে পরবে। আরো অনেক বলার ছিল পরে কখনো হবে ।

আমরা বই পড়ে দেশ বিদেশের ইতিহাস ও বস্তুসমুহের সম্পর্কে অনেক জানলেও,নিজের চোখে দেখলে গ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ হয় অনেক বেশি ।শিক্ষা শুধু বই এর পাতাতেই সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা সফরের মুল আনন্দ হলো প্রকৃতির সৌন্দর্যকে প্রানখুলে অবলোকন করা, কিছু টা সময় প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলা,এ এক অদ্ভুত অনুভূতি । ভ্রমণের আনন্দ একে অন্যের সাথে ভাগ করে নিলে সেই অনুভূতি হয়ে ওঠে আনন্দে র মহা সমুদ্রে। এতো লেখার পর অনেক আদর ও ভালোবাসা রইলো ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ।তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা রইলো

রূপা সরকার
(Office Assistance)

ক্ষেত্র সমীক্ষার অভিজ্ঞতা

পূর্বে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমে পূর্বঘাট পর্বতমালার মাঝে অবস্থিত একটি জেলা হল বিশাখাপত্তনম। যেটি ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত। বিশাখাপত্তনম সত্যি খুবই একটি সুন্দর জায়গা এবং মৎস বন্দরের জন্য এটি বিখ্যাত, অনেক বড়ো বড়ো জাহাজে মৎসের আমদানি ও রপ্তানি এখানে হয়ে থাকে। "বিশাখাপত্তনম" সমুদ্র ও পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত খুবই সুন্দর একটি শহর, আমরা আমদের কলেজ জীবনের প্রথম এক্সকার্সনের জন্য এই জায়গাটিকেট বেছে নিয়েছিলাম, দিনটি ছিল 21শে ফেব্রুয়ারি 2024 যেদিন আমরা ট্রেন এ চোরি এবং পৌঁছায় 22শে ফেব্রুয়ারি রাতে। আমাদের এক্সকার্সনের ক্ষেত্র সমীক্ষার বিষয় ছিল বিশাখাপত্তনমের জেলেদের জীবিকার অবস্থা কেমন, এই নিয়ে আমরা সমীক্ষা করতে বের হই 25শে ফেব্রুয়ারি 2024 । জায়গাটা ছিল 'Fishing Harbour' এখানে গিয়ে আমরা প্রথমে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে যাই ও তারপর সেই এলাকার বসতি বাড়ি গুলিতে সার্ভে করি। আমাদের সার্ভের মূল বিষয়ই ছিল তারা কিভাবে ও কোন কোন পরিস্থিতি মধ্যে দিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ করেন। ওখানকার মানুষজনেরাও আমাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুবই সুন্দর ও সততার সঙ্গে দিয়েছিলেন। তাদের ব্যবহার আচার আচরণ সত্যই খুবই ভালো ছিলো। তবে আমাদের সার্ভে করতে গিয়ে যেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো সেটি হলো ভাষা কারণ তারা বাংলা ভাষা বুঝতে পারতো না। তবে আমার হিন্দি ভাষার মাধ্যমে তাদের সাথে কথা বলেছি কারণ তারা হিন্দি ভাষাটা বুঝতেন। তারপর আমরা তাদের সাথে অনেক ছবি তুলেছি ও সম্পূর্ণ মৎস বন্দরটারও অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি তুলেছি।

এই ছিল আমার জীবনের প্রথম ক্ষেত্র সমীক্ষার অভিজ্ঞতা ।

বিশ্বদীপ দে
(5th Sem)

-:আমার কলেজ:-

"কলেজ মানেই একটা ভালোবাসার প্রতিষ্ঠান" কথাটা এখন পুরোপুরি মনে হচ্ছে সত্যি। কারণ কলেজের প্রথম দিন যখন আমি কলেজে আসি তখন আমার মাথায় একটাই কথা ঘুরছিলো স্কুলে তো sir আর madam রা কতো সুন্দর করে পড়াশুনা বুঝাতো কেয়ার করতো বারবার বলতো বুঝছিস কি না,আমি তো ভেবেছিলাম কলেজে হয়তো এসব কিছুই হবে না sir,madam রা হয় তো সেরকম হবে না আরো মাথায় হাজারো চিন্তা নিয়ে কলেজে ঢুকি। কলজের প্রথম দিন কলেজে ঢুকে দেখি অনেকে কলেজে এসেছে কতো ছাত্র কিন্তু একটাই জিনিস আমার মাথায় ঘুরছিলো কলেজ টা এতো ছোট কেন।আমার প্রথম থেকেই কলেজে টা এতো পছন্দের ছিলো না,আমার সখ ছিলো A B N Shil কলেজে পড়া কিন্তু এই কলেজে প্রথম নাম উঠায় আমি এখনই ভর্তি হয়ে যাই কিন্তু আমার এই কলেজে পড়ার কোনোরকম ইচ্ছাই ছিলো না এই সব ভাবতে ভাবতে আমি মন খারাপ করে আমার বাড়ির পাসে যারা এই কলেজে ভর্তি হয়েছে তাদের সাথে কলেজে এ যাবার জন্য আমি তৈরী হই তারপর তাদের কল আসে আমি বার হই বাসস্ট্যান্ড আসি গাড়ি ধরার জন্য গাড়ি পাচ্ছিলাম না কোনো ক্লাস এর সময় ও কাছে আসছিলো তাই খুব তারা ছিলো কলেজে যাবার,তখনি একটা নতুন গাড়ি সবে কিনে নিয়ে এসেছে মনে হয় সেই গাড়ি টা দাঁড়ালো ভিতর থেকে একজন লোক বললো যাবি নাকি আমি কোচবিহার এই যাচ্ছি আমরা সবাই তো অবাক ভাবে সবাই সবার মুখের দিকে তাকায়ে আছি বললো চল সময় ও কম ছিলো তাই উঠেই পড়লাম গাড়িতে, গাড়িতে উঠে খুব মজা হচ্ছিলো কারণ একদম নতুন গাড়ি মজা করতে করতে মনে পড়লো ভাড়ার ব্যাপার টা যা আমরা তো বলে উঠি নি যে কতো টাকা নেবে, তারপর বললাম কাকু কতো টাকা নেবে কাকু বললো চল না যা ভাড়া দিস গাড়িতে তাই দিবি, তারপর গাড়িতে গান বাজছে আমরাও মজায় মজায় কলেজে যাচ্ছি তারপর 15 মিনিট পর কলেজের পাসে নামিয়ে দেয় গাড়িটা, তারপর গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া দিয়ে কলেজে ঢুকি খুব ছোট কলেজ কিন্তু সেই দিন প্রচুর ভির ছিলো তারপর রুম নম্বর খুঁজে রুমে আসি দেখি ক্লাস শুরু হয়ে গেছে, sir আমাকে ঢুকতেই ক্লাস 12 এর মার্কশীট নিয়ে আসতে বললো, তারপর আমি ব্যাগ রেখে নিয়ে আসি সেইখানে, তারপর দেখি আরো কি কি লাগবে তারপর পাসে একজন ছেলে কে জিজ্ঞাসা করি কি কি নিবো সে বললো এই এই নিয়ে যা সেই গুলো নিয়ে আমি sir এর কাছে যাই, sir সেই গুলো দেখে আমাকে যেতে বলে আবার যে বলে তুমি তো ইতিহাস এ বেশি পেয়েছো তাহলে ভূগোল নীলে কেন?আমি বললাম ভালো লাগে খুব সাইবজেক্ট টা। তারপর sir সবার নাম প্রেজেন্ট করে, তারপর বললো কালকে ক্লাস নিবে বলে তারপর সবার সাথে সেই দিন পরিচয় হয়, তারপর আমরা কয়েক জন কলেজের নতুন বন্ধু কেউ কাউকে চিনি না তাও হালকা চেনা পরিচিতি হয় সেই খাতিরে আমরা একসাথে পড়তে যাই কলেজে থেকে বার হয়ে তারপর সেখান থেকে পরে সোজা বাড়ির দিকে রওনা দেই।।এই ছিলো আমার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা কলেজে।।

এই ভাবেই ধীরে ধীরে দিন কাটতে থাকে কলেজে আমাদের রোজ কলেজে যেতে হতো।আমাদের এই ভাবে রোজ কলেজে যেতে যেতে আমাদের বন্ধুত্ব সবার সাথে সবার খুব ভালো হতে থাকলো।এইভাবেই দেখতে দেখতে সবার সাথে আনন্দ করতে করতে নতুন বন্ধু ভেবেছিলাম ভালো হবে না কেমন না কেমন হবে কিন্তু সত্যি বলছি এতো ভালো বন্ধু বান্ধবীর একটা গ্রুপ পেয়েছি সত্যি এটা আমি কোনোদিন ভাবি নি। সময় এগলো আমাদের প্রথম বাইরে ঘুরতে যাবার দিন চলে আসলো আমরা সহ sir আর madam রাও খুব আনন্দে আছে আমাদের সাথে প্রথম তারা বাইরে ঘুরতে যাবে।আমাদের ভূগোল বিভাগ এ প্রতিদিন সব ক্লাস হয় সব আমাদের শিক্ষক আর শিক্ষিকা রা প্রতিদিন সময়মতো ক্লাস করায়।এই ক্লাস এর মাঝখানে আমরা বলে উঠতাম সবাই madam আমরা কবে যাবো ঘুরতে sir দেরো একি কথা বলতাম তারপর বলতে বলতে আমরা কবে ডেট ফাইনাল হবে তা জানতে চাইলাম তারপর সঠিক ডেট দেওয়া হলো আমাদের ট্রিপ টা ছিলো "জয়ন্তী" আমরা সবাই খুব আনন্দে ছিলাম সেখানে যাবার জন্য।তারপর দেখতে দেখতে যাবার দিন টা এসে উপস্থিত হলো সবার চোখে আগের দিন রাত থেকেই ঘুম নেই আনন্দে সবাই একসাথে ফার্স্ট ট্রিপ এ যাচ্ছি আনন্দটাই আলাদা তারপর যাবার দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠি কারণ আমাদের কলেজের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে sir রা বললো সকাল 7:00 মধ্যে আসতে সেই

হিসাবে আমি আমার বাড়ী থেকে সকাল 6.30 এ বার হই কারণ আমার বাড়ী পুন্ডিবাড়ি এখান থেকে কোচবিহার এ যেতে 15 মিনিট সময় লাগে কারণ আগেই বলেছিলাম আমাদের কলেজে কোচবিহার এ।তারপর আমি গাড়িতে যেতে যেতে সবাই ফোন করে কোথায় কখন আসবি আমি সবাই কে বলছিলাম আমি গাড়িতে আসছি তারপর 7:12 নাগাদ আমি কলেজে পৌছাই দেখি অনেকে এসে পড়েছে, সবার সাথে বসে আছি রাস্তায় বাড়াচ্ছি কখনো কখন তারপর আবার কলেজে ঢুকছি সবার সাথে ছবি তুলছি আবার আমাদের বাস টাকে বেলুন দিয়ে সাজাচ্ছি এই ভাবেই সময় কাটছে সবাই তারপর এসে পৌছালো sir আর madam রাও আসলো তারপর আমাদের গাড়ি 8.30 এ ছাড়লো আমরা গাড়িতে গান বাজিয়ে বাজিয়ে মজা করে করে নাচাতে নাচতে রাস্তার সেই সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা 1.00 নাগাদ আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌছাই সেখানে গাড়িথেকে নেমে আমাকে sir বলে সবাই কে ব্রেকফাস্ট দিতে, আমি তারপর আরো 2 জন বন্ধু কে নিয়ে সবাইকে একটা করে ডিম পাউরুটি আর মিষ্টি দেই তারপর আমরা ঘুরতে বের হই আমরা কিন্তু ঐখানে শুধু ঘুরতে যাই নাই আমাদের ভূগোল বিভাগে এটা একটা পড়াশুনা রিলেটেড ভ্রমণ এখানে আমরা "পাথর চিনতে যাই" কারণ আমাদের রকস এন্ড মিনারেল চাপটার ছিলো তারপর আমরা পাথর খুঁজতে থাকি পাথর খুঁজি তারপর sir বুঝায় কোনটা কি পাথর এই ভাবেই আমরা পড়াশুনা করি আর সাথে সাথে ঘুরি আনন্দ করি ,আলাদা একটা গাড়ি ভাড়া করে পুরা জয়ন্তী পাথর এর রাস্তায় ঘুরি তারপর আমরা একটা শিব মন্দির যাই সেখান থেকে ঘুরে আমরা আবার আমাদের গাড়ির সামনে আসি, এখন আমরা খাওয়াদাওয়া করে বাড়ির দিকে রওনা দেব তারপর খাবার খাওয়ার পর আমরা গাড়িতে উঠি সবার খুব মন খারাপ কতো তাড়াতাড়ি সময় টা চলে গেলো মন খারাপ কিন্তু যেই গান বাজলো অমনি সব ভুলে সবাই আনন্দ করা শুরু দেখতে দেখতে নাচতে নাচতে আমরা সবাই আবার কলেজে চলে আসি 7 টার দিকে তারপর আর কি বাড়ী চলে আসি সবাইকে টাটা দিয়ে।এই ভাবেই দিনটা চলে গেলো দেখতে দেখতে পরীক্ষা চলে আসলো সবার খুব ভয় প্রথম কলেজে পরীক্ষা কি ভাবে দেব তারপর সবাই রেডি হই পরীক্ষার জন্য দেখতে দেখতে পরীক্ষার দিন চলে আসে সব পরীক্ষা দেই আমাদের প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষা আবার অন্য কলেজে হতো তারপর আমরা আরো ভয় অন্য কলেজে কি ভাবে পরীক্ষা দেব ভয়ে ভয়ে আমরা আমাদের খাতা রেডি করি, প্র্যাক্টিকাল এর পরীক্ষা দিতে আমরা যাই বীরপাড়া কলেজে, আমরা 2 টা পরীক্ষা ছিলো 10:00 থেকে 12:00 টা আবার 2:00 থেকে 4:00 টা এইভাবেই আমরা পরীক্ষা দেই আমাদের এই ভাবেই 1 বছর এ দুটা পরীক্ষা দেই আমরা 5 জন একটা গাড়ি ভাড়া করে বীরপাড়া যেতাম, পরীক্ষা দিতে আসার সময় একটা দোকানে আমরা খেতাম সেই সাদ ছিলো সেখানে খাবার এর । এই ভাবেই মজা দুঃখে আমাদের প্রথম বছর পূর্ণ হলো কলেজে।। কলেজের প্রতি একটা ভালোবাসা জন্মাইতে শুরু হলো কারণ আমরা তো রোজ কলেজে যেতাম তাই ভালোবাসাটাও জোরালো ছিলো।।

কিছু দিন পর আমাদের দাদা দিদি রা আমাদের ইন্ট্রো নিতে আসে তারা যখন প্রথম আসে তখন আমরা খুব ভয় পেয়ে যাই কি যে বলতে বলে রেগিং করে নাকি সেই ভয়ে ছিলাম আমরা তারপর দেখি না ওরা খুব ভালো ভাবেই কথা বলতে ছিলো আমাদের খুব ভালোভাবে বলতে ছিলো সব দাদা দিদি রা বললো তোদের নাম বল আর তোরা কেন জিওগ্রাফি নিলি আমরা একে একে সবাই বলি তারপর দাদা রা দিদি রা অনেক কথা বলে আমরা সেইগুলো মন দিয়ে শুনি ভালো ভাবে যা যা বলে তারপর তারা চলে যায় কিচু দিন পর দাদা দিদি রা আবার আসে তারা বলে যে আমাদের নাকি ফ্রেশার দিবে আমরা শুনে তো খুব খুশি সেই মজা আমাদের মনে তারপর দিনটা চলে আসে দাদা দিদি রা অনেক বাধার পরো আমাদের প্রোগ্রাম টা করে তারা যেই ভাবে প্রোগ্রাম টা করে সত্যি ভাবার বাইরে ছিলো তারপর প্রোগ্রাম শুরু হলো নাচ, গান ,sir রা ছিলো সেখানে তারপর দিদি রা আমাদের বরণ করলো ধীরে ধীরে প্রোগ্রাম আগাচ্ছে আমরা আরো আমাদের সিনিয়র দাদা আমরা সবাই নাচ করলাম মাঝখানে উনিয়ন এর দাদা রা ঢুকলো আমি তখন একটা স্পিস দিচ্ছিলাম তারপর দাদা রা ঢুকলো বললো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রোগ্রাম শেষ করতে হবে তারপর আমাদের একটা ছোট্ট গেম খেলাইলো দিদি রা তারপর বিরিয়ানি দিয়ে প্রোগ্রাম টা শেষ করলো ।।এই ভাবেই দাদা দিদি দের সাথে আমাদের সম্পর্ক বাড়তে থাকলো তারা আমাদের ফাইনাল শিট আরো অনেক রকম বই দিয়ে আমাদের ।

সাহায্য করতে থাকলো দাদা দিদি রা আমাদের সম্পর্ক দাদা দিদির থেকে বন্ধুত্তর বেশি হয়ে উঠলো।।

এই ভাবে আমরা সবাই একসাথে 2 nd year এ উঠলাম আর আমাদের দাদা দিদি রা 3 rd year এ উঠলো এই ভাবেই দিন এগোলো দাদা দিদি দের এই বছরি লাস্ট তারা এই বার কলেজ থেকে বের হয়ে যাবে । তাই দাদা দিদি রা বার বার আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছিলো তাদের ফেয়ারওয়েল দিতে হবে এই কথা। সাথে আমাদের নতুন জুনিয়র ঢুকলো আমরা এখন সিনিয়র হলাম খুব খুশি আমরা ।নতুন জুনিয়র দের আবার আমরা প্রথম ইন্ট্রো নিবো তাই ঠিক হলো আমরা আর আমাদের দাদা দিদি রা যারা এখন হেড সিনিয়র তাদের সাথে একসাথে গিয়ে আমরা আমাদের ছোট ভাই বোন দের ইন্ট্রো নেই দাদা দিদিরা যেহেতু বড়ো তাই তারা আগে কথা বলে তারপর আমরা কথা বলি ছোট ভাই বোন দের জিজ্ঞাসা করি তাদের নাম কি বাড়ী কোথায় এইসব বলে তাদের ইন্ট্রো হয় চেনা পরিচিতি হয়।এই ভাবে সময় এগোলো 2nd year এর প্রথম exam সময় চলে আসে আমরা পড়াশুনায় সবাই মনোযোগ দেই এই ভাবে পরীক্ষার দিন চলে আসে সেই ভাবেই পরীক্ষা দেই তারপর প্র্যাক্টিকাল পরীক্ষা দিতে আবার বীরপাড়া কলেজে যাই এবার পরীক্ষা টা খুব একটা ভালো যায় না।তারপর সময় এগোলো আমাদের ডিপার্টমেন্টে সব থেকে বড়ো প্রোগ্রাম "টিচার্স ডে সাথে ফ্রেশার্স আর ফেয়ারওয়েল " তার জন্য সব আয়োজন করা শুরু হয় কি কি হবে দাদা দিদি রা প্লান করে আমাদের জানায় আমাদের কি কি করতে হবে আমাদের কে কাজ বুজিয়ে দেয় আমরা সেই অনুযায়ী কাজ শুরু করি ম্যাগাজিন বানানো আমাদের একজন প্রিয় দাদা সামলাচ্ছিলো আমি সেলফিকর্নার ছবি আকা আরো অনেক কাজ করছিলাম ।

তারপর দেখতে দেখতে আমাদের রেজাল্ট ও আসলো এমন দিনে আমাদের প্রোগ্রামের আগের দিন প্রোগ্রামের আনন্দ সব মাটি হয়ে গেলো আমার কারণ পরীক্ষা খুব ভালো যায় নি তারপর আমরা সবাই প্রোগ্রামের আগের দিন সব কাজ কর্ম করে রেজাল্ট দেখতে বসি কে কতো পাইছি আমার খুব ভয় কি হবে তারপর দেখি রেজাল্ট যে না ঠিকঠাক ই ছিলো কিন্তু অনেকের নম্বর কম ছিলো অনেকের মন খারাপ বাড়ী যাই সবাই তারপর বাড়িতে আসে বন্ধু দের কল করি কালকে আসবো এই পাঞ্জাবি পড়বো সবার মুড ভালো করছি অনেকের মন খারাপ ছিলো তারপর পরের দিন সবাই আসি প্রোগ্রামে সেই মজা হয় সকালে আসি কাজ করি অনেক বেলুন ফুলাই কতো কাজ সব করে শেষে আমি নিজে যাই রেডি হতে তারপর শুরু হয় প্রোগ্রাম মজা শুরু নাচ গান কতো যে আনন্দ আমি একটা ডান্স করি আরো শেষে সেই মজা জোরে বক্স বাজিয়ে সবাই নাচ্ছে এই ভাবাই প্রোগ্রাম শেষ হয় তারপর আমাদের দেখতে দেখতে 3rd সেম পার হয়ে 4th সেম এ ঢুকি আমাদের এই সেম এ ছিলো আবার বাইরে ঘুরতে সাথে পড়াশুনার জন্য যাওয়া 10 দিনের ক্যাম্প "বিশাখাপত্নম" দিন টা দেখতে দেখতে চলে আসে তার আগে যাওয়া নিয়ে অনেক সমস্যা হয় কতো sign করাতে হয় এর জন্য আগের থেকেয় অনেক কাজ তারপর আমরা যাবার জন্য রেডি হই আবারো আগার দিন রাতে সবাই কল কিন্তু ঘুম নাই কারো চোখে সেই মজায় ট্রেন এ উঠি ট্রেন এর মজায় মজার 3 দিন ট্রেন এ আমরা একসাথে প্রচুর আনন্দ করে গন্তব্যে এসে পৌঁছাই

বিশাখাপত্নম স্টেশন টা সত্যি খুব সুন্দর ছিলো অনেক টা বড়ো ।তারপর আমরা স্টেশন থেকে বের হয়ে গাড়ি ঠিক করে আমাদের হোটেলে গিয়ে পৌঁছাই হোটেল টা সত্যি এতো সুন্দর ছিলো আর কি বলবো। এইভাবেই সেই দিন রাত 12:00 সান করে খাওয়া করে ঘরে ঢুকে আনন্দ করতে করতে ঘুমিয়ে পরি।পরের দিন ঘুম থেকে উঠে আমাদের sir বলে রেডি হতে তো আমরা সবাই রেডি হয়ে বসে থাকি কখন গাড়ি আসবে তখনি গাড়ি আসে তো আমরা সবাই গাড়ির ভিতর বসি আর নতুন জায়গার আনন্দ সবাই কতো সুন্দর জায়গা চারিদিকে সমদ্র আর পাহাড় ভাবো তাহলে জায়গা টা কতো সুন্দর?? এসব দেখতে দেখতে আমরা একটা মিউজিয়াম

এর সামনে আসি সেখানে টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকি অনেক কিছু ছিলো সেই খানে তারপর ওখান থেকে ঘুরে আমরা সমুদ্রে যাই সেই সুন্দর জায়গা পাহাড় সমুদ্র সেই লাগছিলো।তারপর ঘুরে আমরা এসে খেয়ে একটু রেস্ট নিয়ে বিকালে আবার মিউজিয়াম দেখতে বার হই, এটি ছিলো সাবমেরিন মিউজিয়াম এখানে জাহাজ এর সব কিছু ছিলো মেশিন আরো অনেক কিছু যা একটা জাহাজ এ থাকে।তারপর ঘুরে আমরা আরেকটা মিউজিয়াম এ যাই এখানে প্লেন এর সব পার্ট প্লেন এ কি কি থাকে সব আছে এসব দেখে আমরা রাতে আবার সমদ্রে যাই সেখানে অনেক ক্ষণ সময় কাটিয়ে আমরা আবার হোটেল ফিরে আসি। রাতে খেয়ে আমরা রেস্ট নেই মজা করি হোটেল এর জায়গা টা ঘুরি, যারা খাবার বানাত তাদের সাথে কথা বলি এই ভাবেই 1 দিন কাটে তারপর পর দিন সকালে আমরা সমুদ্রে স্নান করতে যাই সেই আনন্দ আমাদের মনে আমরা সকালে খেয়ে গাড়িতে উঠি তারপর সমুদ্রে পৌঁছাই, সেই আনন্দ আমাদের স্নান করছি সমুদ্রে তারপর অনেক ক্ষণ সেই খানে কাটাই তারপর চলে আসি আবার হোটেলে আবার কিচু ক্ষণ খেয়ে রেস্ট নিয়ে বিকালে আমরা মন্দির দেখতে বের হই টয় ট্রেন এ উঠি পাহাড় এর মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলো ট্রেন টা রাতে সম্পূর্ণ বিশাখাপত্নম উপর থেকে অনেক সুন্দর লাগছিল তারপর আমরা মন্দির দেখি শিব পার্বতী মন্দির সেই মজা করি তারপর হোটেলে ফিরে যাই।পরের দিন সকালে আমরা সার্ভে করতে যাই,সেই ভয়ে ছিলাম কি হবে সার্ভে তারপর আমরা বার হই বিশাখাপত্নম মাছের জন্য বিখ্যাত তাই আমরা ফিশিংহারবার এ যাই সার্ভে করতে ওখানে মাছের গন্ধে কেউ আমরা থাকতে পারছিলাম না তাও অনেক কষ্টে সেখান কার মানুষের সাথে কথা বলি কোন মানুষ আমাদের কথা বুজছিলো না ওরা হিন্দি বাংলা কিছুই বুজে না অনেক সমস্যা হয় আমাদের, তাও আমরা বুজানোর চেষ্টা করি কিছুটা উত্তর পাই আমার এই জন্য আবার একটা বসতি তে যাই ঐখানেও একি সমস্যা এই ভাবেই চলে।অনেক কষ্টে কিছু তথ্য নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে আসি, খুব গরম রোদে ঘুরে ঘুরে সার্ভে করতে করতে সবার অবস্থা খারাপ । তারপর খেয়ে আমরা আবার সমুদ্রে যাই আনন্দ করি রাতে বাজারে যাই সেই সুন্দর বাজার।এই ভাবেই চলে সেই দিন পর দিন সকালে আমরা এবার যাবো অন্য একটা নতুন জায়গায় যেটা "বোরাক্রেভস" তাই সকালে বাসে উঠি কারণ ওখানে যেতে অনেক সময় লাগবে গাড়িতে উঠি তারপর পাহাড় রাস্তা দেখতে দেখতে প্রায় অনেক ঘন্টার পর সেখানে পৌঁছাই বোরাক্রেভস এর ভিতর টা খুব অন্ধকার উপরে বাদুর ডাকছে স্ট্যালাকটাইট চুনা পাথরের গুহা খুব সুন্দর কিন্তু ভৌতিক সেখান থেকে একটা শিব মন্দির এ উঠি যেটা গুহার ভিতরে ছিলো তারপর আমরা সেখান থেকে বের হয়ে বাইরে আসি সেখানের আমাদের কিছু বন্ধু রোপওয়ে তে উঠে তারপর আমরা গাড়িতে উঠি বিকাল সময় পাহাড় দিয়ে দিয়ে নামছে গাড়ি আমরা পাহারের অনেক উপরে তারপর আমরা আরেকটি মিউজিয়াম এ যাই ভিতরে বিশাখাপত্নম এর লোকেদের জীবনযাত্রা সব ছিলো সেখানে ঘুরে রাতে আমরা পাহাড়ে আমরা একদিন থাকি রাতে পাহারে অনেক মজা করি

পরের দিন সকালে আমরা বার হই এবার পুরানা হোটেলে ফিরবো।যাবার সময় রাস্তায় কফিহাউস এ ঢুকি কফি কিনি কফি খাই তারপর গাড়িতে উঠে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করি কফি খেয়ে পাহাড় থেকে গাড়ি নামছে সবার মাথা ঘুরানো গাড়ি থেকে নেমে সবাই মুখ ধুই আবার পাহাড় থেকে নেমে আমরা হালকা খেয়ে রাতের মধ্যে হোটেলে ফিরি পরদিন সকালে আমাদের ফেরার পালা এবার যেতে হবে বাড়ী সবার মন খারাপ তাই সবাই সকালে উঠে স্নান করতে সমুদ্রে যাই তারপর স্নান করে সেদিন আমি আর আমার কয়েকজন বন্ধু মিলে সমুদ্রে বোটিং করি সেই মজা করি শেষ বারের মতো তারপর শেষবারের মতো বিদায় দিয়ে চলে আসি হোটেলে, রেডি হয়ে বাড়ির জন্য বার হই ট্রেন এ উঠবো দুপুরবেলায় ট্রেন এ উঠি মন খারাপ সবার কিন্তু, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যায় ট্রেন করে প্রথমে আমরা কলকাতায় আসি সেখানে ঘুরি শিয়ালদা স্টেশন এ পাশের বাজারে মেট্রো তে উঠি তারপর খেয়ে গাড়িতে উঠি বাড়ির উদ্যেশে।তারপর সবাই সবার বাড়িতে ফিরি ।।

তারপর দেখতে দেখতে 2nd year এর পরীক্ষা চলে আসে সবাই তৌরি হই আমরা যে সার্ভে করেছিলাম

সেখানে আমরা কি কি জানলাম তার জন্য একটা রিপোর্ট বুক বানাতে হত sir আমাদের প্রচুর হেল্প করে দিন রাত জেগে সকাল 5 টা অব্দি এসব করি এই জন্যই বলি "ভূগোল এতো সোজা যে যেমন মজা আছে তেমন দুঃখ আছে", তাড়ি মধ্যে আমরা শুনি এবার প্রাকটিকাল পরীক্ষা নাকি নর্থ বেঙ্গল ইউনিভারসিটি তে, সবার তো ভয় কি হবে এতো বড়ো ইউনিভারর্সিটি কিভাবে পরীক্ষা হবে খুব ভয় তো আমরা লেখা পরীক্ষা দিয়ে তৈরি হই ইউনিভারর্সিটি তে যাবার জন্য নিজেদের তৈরি করি আগের দিন সকালে বাসে উঠি শিলিগুড়ি যাবার জন্য কারণ শিলিগুড়ি তে পরীক্ষা ছিলো সবাই মজায় মজায় যাই সেখানে পৌঁছাই রাতে মজা করি হোটেলে অংক প্র্যাক্টিস করি পরেরদিন সকালে গাড়ি করে পরীক্ষা দিতে যাই কতবড়ো পরীক্ষার হল প্রায় সব নর্থবেঙ্গল এর কলেজ এখানের প্রায় 1500 জন উপরে প্রায় 35 জন বা তার বেশি টিচার দেখে মাথা শেষ আমাদের কিন্তু ধীরে ধীরে ভয় চলে গেলো যতটা ভয় পাচ্ছিলাম ততটাও না কিন্তু অনেকের মুখে তাও ভয় ছিলো তারপর খাতা দিলো অংক শুরু করলাম উপর এর থেকে একটা একটা কলেজে ডাকছে ভাইবা নিতে আমাদের ও ডাকলো সেখানে গেলাম বললাম যা যা প্রশ্ন ধরলো তারপর ফিরে এসে পরীক্ষা শেষ করলাম 2 ঘণ্টার রেস্ট ছিলো তারপর আমরা বাইরে যাই সামনে একখানে বসি একটা মিউজিয়াম দেখি ওখানে অনেক পুরোনো ঠাকুর এর মূর্তি আরো অনেক অস্ত আরো অনেক কিছু ছিলো তারপর পরের পরীক্ষার সময় হয় যাই একই ভাবে পরীক্ষা দেই সেখানে পরীক্ষা হলে কেউ মাথা ঘুরাতে পারবে না অনেক জন স্কলার বার বার ঘোরা ঘুরি করছিলো এতটা স্ট্রিক ছিলো কিন্তু তাদের মধ্যে একজন sir ছিলো জিনি অনেক সাহায্য করেছিল আমাদের এইভাবেই বিকাল 4:00 নাগাদ পরীক্ষা শেষ হয় আমরা বার হয়ে এতো বড়ো ইউনিভার্সিটি দেখতে দেখতে বার হই তারপর খেয়ে আমাদের থাকার হোটেলে যাই পরের দিন প্রতীক্ষার প্রিপারেশন নিতে সেই রাত টা অনেক মজায় কাটে কারণ পরের দিন পরীক্ষার অত চাপ ছিলো না মজা করি রাতে 2.00 নাগাদ খাবার ওডার দেই খাই মজা করি অনেকের রিপোর্ট এর কাজ বাকিছিলো ওগলা তে একটু হেল্প করি তারপর 3.00 দিকে ঘুমাই পরেরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার পরীক্ষা দিতে যাই সেদিন পরীক্ষা সবার খুব ভালো হয় কারণ বিশাখাপত্নম এর সারভে যে রিপোর্ট বুক সেটা আমাদের sir খুব ভালো করে করিয়ে ছিলো তাই খুব ভালো যায় পরীক্ষা তারপর পরীক্ষা দিয়ে ক্যান্টিনে খেয়ে আবার সবাইকে মিউজিয়াম দেখিয়ে হোটেল যাই তারপর বাড়ির উদ্যেশে রওনা দেই। এই ভাবেই 2nd ইয়ার শেষ হয় আমাদের দাদারা দিদিরা এবার কলেজে থেকে বিদায় নিবে তাই যায়ার আগে বারবার মনে করায় তাদের যাতে ফেয়ারওয়েল ভালো করে দেওয়া হয়।আমরাও বলি হ্যাঁ অবশ্যই দিবো।

এখন আমরা সিনিয়র আমরা খুব আনন্দ আমরা দেখতে দেখতে শেষ বছর এ এসে পৌঁছাইছি এটাই আমাদের শেষ বছর আমরা খুব আনন্দে কাটাবো বলে সবাই সবাইকে বলি।
গত 2 বছর এ অনেক কিছু হলো অনেক মানুষ চিনলাম অনেক কিছু জানলাম অনেক কিছু বুজলাম অনেক কাছের বন্ধু দূরের হলো অনেক দূরের বন্ধু কাছের হলো অনেকে যেই খানে প্রথম থেকে ছিলো সাইখানেই রয়ে গেলো গত 2 বছর এ অনেক কিছু বুজতে পারলাম

হাসি দুঃখ নিয়েই জীবন এসব হবেই এসব নিয়ে চললে হবে না এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ভালোবাসার কলেজে টি তার সেই ভালোবাসাতেই রয়ে গেলো সে কোনো দিনও বদলায় নি।।

এই জন্যই বলছিলাম "কলেজ মানেই একটা ভালোবাসার জায়গা"

এই ছিলো আমার কলেজে এর কথা।।

সূর্য সেন
(5th Sem)

DRAWING

Ananya Roy
5th Sem

Surya Sen
5th Sem

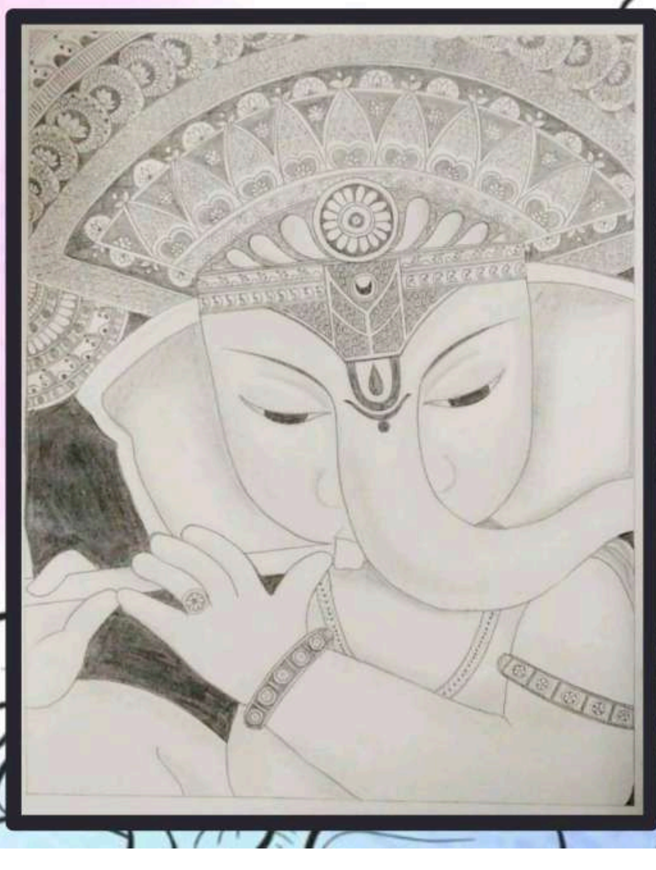

Biswadip Dey
5th Sem

Jhuma Dam
3rd Sem

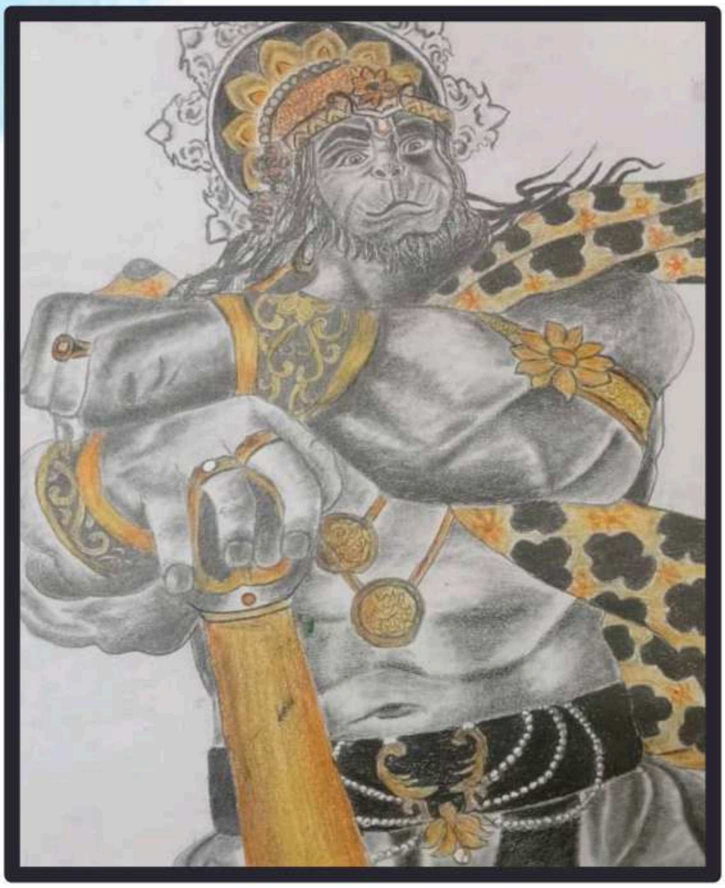

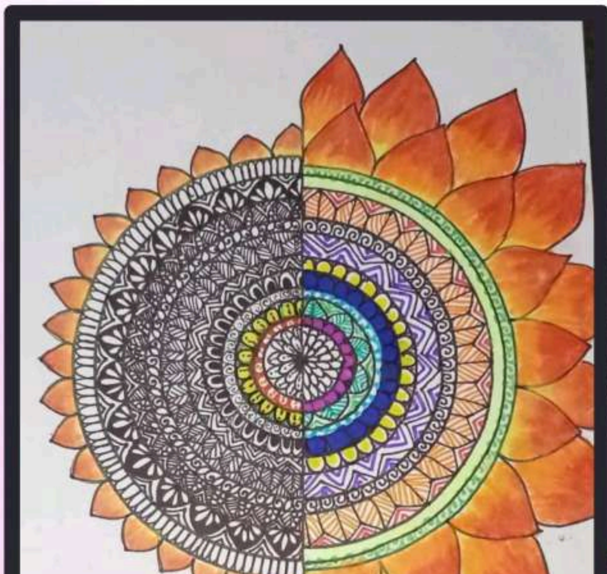

Banani Majumder
3rd Sem

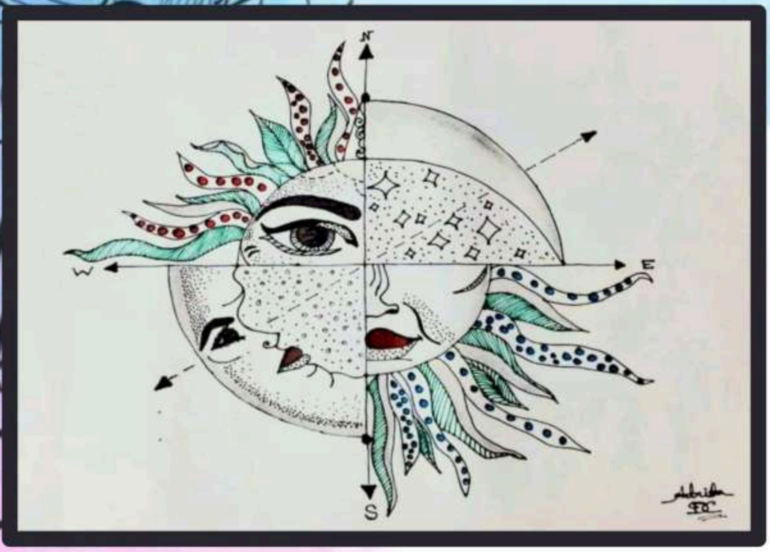

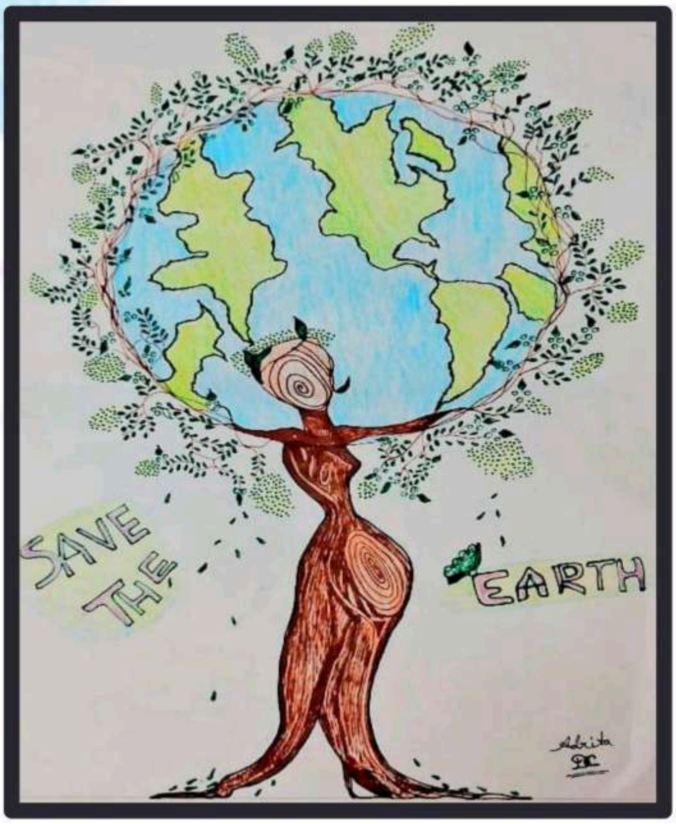

Adrita Datta Chaudhuri
1st Sem

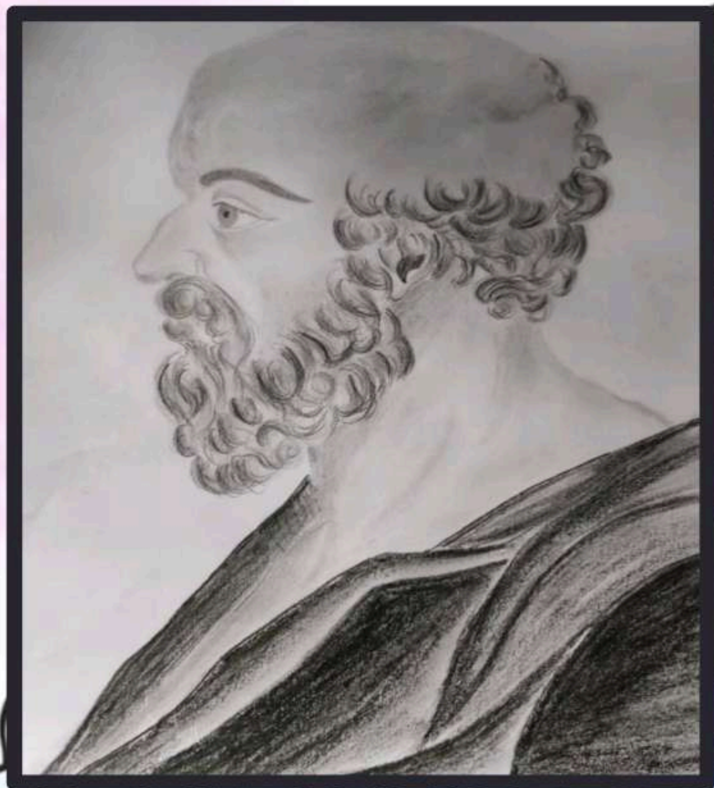

Debraj Sarkar
1st Sem

Ananya Sarkar
(2024 Passout)

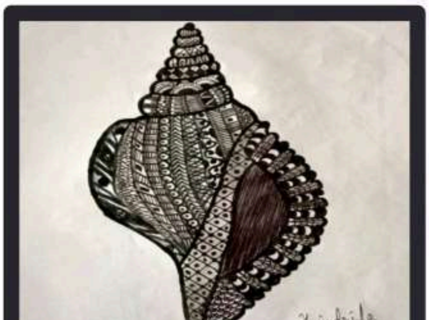

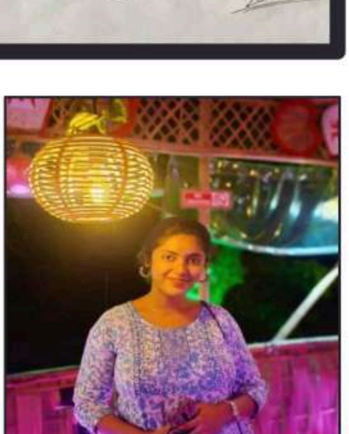

Yaindrila Banik
(2024 Passout)

STUDENTS GROUP OF DIFFERENT YEARS (2010-2025)

BATCH 2010

1. SOUMYADEEP DEBGUPTA
2. KOUSHIK ROY
3. ABDUL JABBAR MEAH
4. DHIRAJ ROY SARKAR
5. SAYAK RAY
6. REJAUL HAQUE
7. KOUSHIK SAHA
8. DIPANKAR PAUL
9. RAJIB BARMA
10. MOUSHUMI ROY
11. MEGHASMITA DEY
12. FARAIDA KHATUN
13. AFROJA YASMIN
14. RUMA SHIL SHARMA
15. DEEP DRIST
16. JOYITA RAY
17. SIRAJUL RAHAMAN

BATCH 2012

1. PRATIP SAHA
2. BISWAJIT DAS
3. ASADUL ZAMAN
4. RAZZAK HOSSAIN
5. HASIM RAJA
6. PROSENJIT DAS
7. BISWAJIT SUTRADHAR
8. DHIRAJ MUKHARJEE

BATCH 2011

1. SUSANTA ROY
2. ASRAFUL MUSTAFA KAMAL
3. RAHAMAN ASHIQUE ILAHI
4. KATHAKALI BARMAN
5. PABITRA DAS
6. PROSANTA ROY
7. JOLY SINGHA
8. PITABRATA BASU
9. SUBHAJIT BASAK
10. RUPA ANJOY
11. BIPLAB DAS
12. ROSIDA BANU
13. KOBBAT BEPARI
14. TAPAS DAS
15. ARPANA DHAR

BATCH 2013

1. ANUPAM ROY
2. MRITUNJAY SARKAR
3. APURBA DUTTA
4. ANIK DAS
5. BISWAJIT PAUL
6. RAHUL ROY
7. MITA ROY
8. MOSTAFIJUR RAHMAN
9. SUBRATA SARKAR
10. ASHIM ROY
11. RUPALI PAUL
12. DANANJAY DEBNATH
13. NANDITA SARKAR
14. DEBASISH DEBNATH
15. SAMIR KARJEE

BATCH 2014

1. DIPANKARCHOUDHURY
2. SANGITAPAUL
3. RUSTANAPARVIN
4. EMILYCHOWDHURY
5. RAJIBHOSAIN
6. SUGATADUTTA
7. PRADIPSARKAR
8. ANINDITAKARJEE

BATCH 2015

1. DANONJOY BARMAN
2. ANKITA SAHA
3. BEAUTY KUNDU
4. SHUVOMOY SARKAR
5. JAGADISH BARMAN
6. PARITOSH BARMAN
7. SOVA RANI DAS
8. ANKITA BHOWMIK
9. SUMAN SARKAR
10. JULFIQUAR ALI
11. SOUVIK SHARMA
12. SHANKAR RAY
13. SAMIR KARJEE
14. KARIMUL ISLAM
15. SULTANA PRAVIN
17. RAMCHANDRA KARJEE
18. BANNYA CHOWDHURY
19. SAFIKUL HOSSAIN
20. SUMANA ROY
21. DEBJANI DAS
22. PRANAY DEY
23. SUDIPTA BISWAS
24. RATINA SARKAR
25. SEFALI KARJEE

BATCH 2016

1. ONKUSH PAUL
2. SANCHARI BHOWMIK
3. MANOJ SAHA
4. SOUMEN BASAK
5. ANIRUDDHA DAS
6. ABHRADEEP RAY
7. APARUPA BARMAN
8. CHIRANJIT SINGHA
9. AJIT DAS
10. KAUSIK SOM
11. SHAMAL MAHONTA
12. ARPITA DAS
13. HACHIMUL ISLAM
14. AKASH CHHETRI
15. ANANYA DEB
16. PARAMITA DAS
17. SUBHAM JHA
18. NOOR MD
19. ABU ALAM RABBANI
20. NANDITA SAHA
21. SANJUKTA ROY

BATCH 2017

1. INDRAJIT SARKAR
2. UJJAL DEY
3. SHUVAM JOWARDAR
4. HIMMAT SINGH
5. SUJAN ROY
6. BIJAY BHATTACHARJEE
7. SAGAR ROY
8. ASHRAFUL HOSSAIN
9. DIYA SARKAR
10. JHILIK ADHIKARY
11. MADHURI DAS
12. ANINDITA GHOSH
13. INDRANI DAS
14. PRASANJIT BANIK
15. BHASKAR DAS
16. MALAY ROY
17. RAMICHA PARVIN
18. MOUMITA PAUL
19. MUSARAF ANJUM
20. KALIPADA DAS
21. SUSMITA BHADRA
22. ANIMA SARKAR
23. JOYDEEP BARMAN
24. SANTOSH BARMAN
25. AMIT ROY
26. NILIMA BARMAN
27. SURAJIT BISWAS

BATCH 2018

1. BIJOY SARKAR
2. SOMA DAS
3. SWARNALI CHOUDHARY
4. PARNA DEBNATH
5. RAJA GHOSH
6. BISWAJIT DAS
7. HIMALAYA SARKAR
8. OLYMPIA BHATTA
9. JAYDEEP BHATTACHARJEE
10. SUBRATA BARMAN
11. NOOR ALAM
12. RITU DUTTA
13. ANUPAMA BARMAN
14. PRIYANKA RAY
15. KALIPADA DAS
16. SHUBHANKAR DAS
17. AKRAM HOSSAIN
18. INDRAJIT BARAI
19. SANJAY TALUKDAR
20. MONIKA SAHA
21. RASIDUL ISLAM

BATCH 2019

1. RANJIT DAS
2. BISWAJIT TALUKDAR
3. CHANDAN SUTRADHAR
4. SONATAN MODOK
5. JOYDEEP KARJEE
6. PAPAI DAS
7. PATTHA GHOSH
8. RATHIM TARAFDAR
9. SAMIR GHARAMI
10. DILIP BARMAN
11. SUBHANKAR GHOSH
12. ROHAN SARKAR
13. SAMRAT BISWAS
14. DHIMAN BANIK
15. MITHUN ADHIKARY
16. AYUB KHAN
17. DIPAN ROY
18. GOUTAM ROY
19. PRITAM SARKAR
20. ANIMA BARMAN
21. PRITI SARKAR
22. RIYA GHOSH
23. PAYEL RAY
24. RITIKA GHARAMI
25. PRITHA SARKAR
26. SHUKLA SEN
27. MADHUMITA SARKAR
28. JAYDEEP RAY

BATCH 2020

1. SHUBHAM KUNDU
2. DEBOBRATA KAR
3. APURBA SARKAR
4. SAJAY DAS
5. SATYAJIT RAY
6. TANMAY SINHA ROY
7. PUJA BANIK
8. SUBRATA BARMAN
9. PALLABI ADHIKARI
10. MAYURIKA SINGH
11. KARUNA BARMAN
12. JASNAL HOSSAIN
13. AJAY BARMAN
14. ARIF ALAM

BATCH 2021

1. ISHITA CHAKRABORTY
2. ANUPAM SARKAR
3. RISHAV KUMAR PRASAD
4. PIYA PAUL
5. TAPAN KUMAR BARMAN
6. SNEHA DAS
7. LAKHI MANDAL
8. MERIVIEW PARVIN
9. BABLI ROY
10. NANDITA SARKAR
11. PARTHA MAJUMDAR
12. SOURAJYOTI SINHA
13. GLORY NARJINARY
14. DAYANATH BARMAN
15. MUSKAN MISTRI
16. MANINDRA BISWAS
17. RAHUL LAL DEY
18. APURBA MODAK
19. NISHADH KUMAR DAS
20. GOPAL BISWAS
21. JAYDEB BARMAN
22. TAMALIKA SAHA
23. MRINMOY ROY
24. KINGSUK DAS
25. ADITYA ROY

BATCH 2022

1. EYAMIN KHANNA
2. SOUVIK DAS
3. BHOLENATH SUTRADHAR
4. SHILPI GHOSH
5. MANAGE ESHORE
6. BEAUTY DEBSINGHA
7. GARGI DAM
8. SANGLAP BISWAS
9. DEBASISH CHAKDAR
10. FIROZ RAHAMAN
11. RAHUL BOSE
12. ANKITA SARKAR
13. ANUPAM KUNDU
14. MOUMITA ADITYA
15. PRIYA SARKAR
16. ESHITA SAHA
17. UTPAL ROY

BATCH 2023

1. AVIJIT ORAON
2. ADRITHA DEY KHAN
3. DIPANJAN SHIL SHARMA
4. ATANU DAS
5. DEBASHIS DEY
6. MANOJIT BANIK
7. NAJIMUL HOSSAIN
8. SUSHANTA BARMAN
9. OHIMAN DEY
10. KUNTAL GOSWAMI
11. PIYA PAUL
12. KANTIPRIYA RAY
13. CHANDANA NEOGI
14. SUTRADHAR DOOR
15. SUCHETA SINGH
16. ANKUSH ABHIKARY
17. JAYANTA SARKAR
18. SUBHANKAR DEY
19. SOBHAN GOPE
20. KRISHNA DHAR
21. AMBALIKA BARMAN
22. ARJU PARVIN
23. RITIKA MAHATO
24. PRATYUSHA PATHAK
25. SHUBHRAJYOTI SARKAR
26. SNEHA DAS
27. PRITAM DEY SARKAR
28. MAHUA SHIL
29. DIPIKA MAHATO
30. SNEHA GHOSH

BATCH 2024

1. ADITYA BHATTACHARJEE
2. SUJAY RAY
3. SHOBAN PODDAR
4. DHRUBAJYOTI MALAKAR
5. SANCHITA RAY
6. ANANYA SARKAR
7. PAYEL DAS
8. DIPANKAR ROY
9. PRIYA DAS
10. ANURAG NANDI
11. SHIBAM ACHARJEE
12. ARIJIT SEN RAY
13. RITIKA DEY
14. DIPANKAR GHOSH
15. BANSARI DEY
16. ARPITA KUNDU
17. NEHA ROY
18. NIRBAN GOSWAMI
19. DEBODEEP DHAR
20. SHREEJATA CHANDA
21. DIPANJAN DEY
22. YAINDRILA BANIK
23. GAIRIKA SUR
24. KAKOLI BARMAN
25. SUROJIT LAKRA
26. ANTARA CHAKRABORTY
27. CHITRA ROY

5th SEMESTER

1. BISWADIP DEY
2. SUBHAJIT KARJEE
3. SURYA SEN
4. KULDEEP BARMAN
5. CHAYANIKA BHATTACHARJEE
6. SUBHADIP AICH
7. ANANYA ROY
8. MAHUYA BAKSHI
9. NAMRATA SARKAR
10. RAKHI KARJEE
11. RANA CHOWDHARY
12. BHAIRAB BARMAN
13. RIYA ORAON
14. APURBA SARKAR
15. KAUSHIK GHOSH
16. BEAUTY SARKAR
17. ANAMIKA SIKDAR
18. DIPA ROY
19. ARPITA ROY
20. ANKITA DUTTA
21. JHUMA GUN
22. SUBIR DEY
23. CHANDAN BARMAN
24. MIHIR BARMAN
25. BISHAY BARMAN
26. SAGARDIP ROY
27. ARPITA BARMAN
28. ANJANA BANIA
29. ABHIJIT BARMAN
30. SARANNA SARKAR
31. REKSONA KHATUN
32. MANABENDRA NATH BHATTACHARJEE
33. SAGAR CHOUDHURY
34. ROBEL ALI
35. DEBASHIS ROY
36. MIRAJ SHAW ALAM
37. SAHIL HABIB
38. BIKRAM BARMAN

3rd SEMESTER

1. AKSHAT KR. TIWARI
2. ANKITA ROY
3. ARCHI MANDAL
4. AYUB ALI
5. BANANI MAJUMDAR
6. BANASHREE DAS
7. BRISTI SARKAR
8. DALIA DAS
9. DIPA DAS
10. DIPANNITA PAUL
11. JAHANUS PARVEEN
12. JHUMA DAM
13. MADHUMITA SAHA
14. MUNNI DEY
15. PARIJAT DEY
16. PRANIM NEWAR
17. RAKA GHOSH
18. RAKESH DAS
19. SANJAY KERKTA
20. SAYAN DUTTA
21. SHANU BARMAN
22. SUBHADIP ROY
23. SHUBHAJIT DAS
24. SUMIT THAKUR

1st Semester

1. ABHIJIT ROY KARMAKAR
2. ADRITA DUTTA CHOWDHURY
3. AKASH ROY
4. ANUPAM BARMAN
5. ARPITA KAR
6. ARYAN ROUTH
7. DEBRAJ SARKAR
8. DHRUBA BARMAN
9. DIBAKAR ROY
10. DIPAK BARMAN
11. FARUK HAQUE
12. FIROJ MIYA
13. KAJI RISHA
14. MANOMITA SARKAR
15. MD HOSSAIN
16. NUR BEGUM
17. PRIYANKA BARMAN
18. RIMPA BISWAS
19. RITA CHOUHAN
20. RIYA DAS
21. SAMRAT GOPE
22. SNEHA MODOK
23. SNIGDHA PAUL
24. SOUMYAJIT DAS
25. SREYA ROY
26. SUBHANKAR BARMAN
27. TAMANNA KHUSHBU
28. TAPABRATA PAUL

EXCURSION& ACTIVITIES OF DIFFERENT YEARS (2010-25)

BATCH 2010

BATCH 2011

BATCH 2011

BATCH 2012

BATCH 2013

BATCH 2014

BATCH 2014

BATCH 2015

BATCH 2016

BATCH 2018

BATCH 2020

BATCH 2021

BATCH 2022

BATCH 2023

BATCH 2024

BATCH 2025

FISHERY SURVEY VESSEL
GOVT OF INDIA
UNIVERSITY BT & EVENING COLLEGE
EDUCATIONAL EXCURSION
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY
UNIVERSITY BT & EVENING COLLEGE
GPS Map Camera
, Andhra Pradesh, India
Unnamed Road, Jalaripeta, Port Area, Andhra Pradesh 530001, India
Lat 17.69539°
Long 83.303244°
25/02/24 01:32 PM GMT +05:30
Google

Nature Interpretation Camp

At
Laligurus, Santhalikhola, Rocky Island

Field Trip
at
Jayanti

Tree Plantation

Drama Group

Instruments

Distribution of Food

THE WALL MAGAZINE OF DIFFERENT YEARS

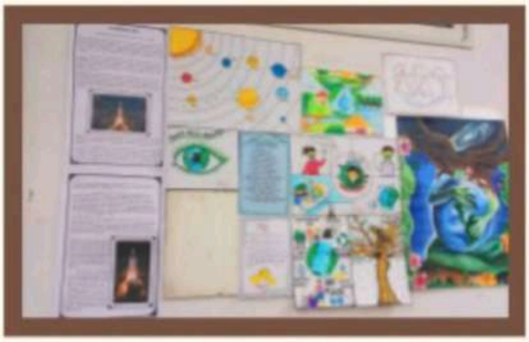

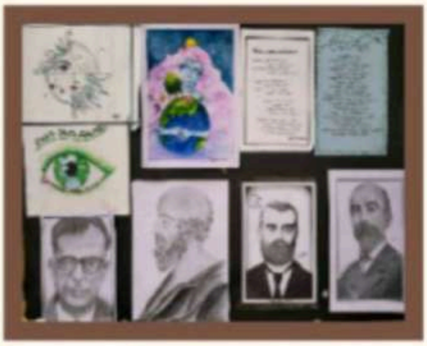

DEPARTMENTAL GIFT

Football Match

5^{th} Sem Vs 3^{rd} Sem

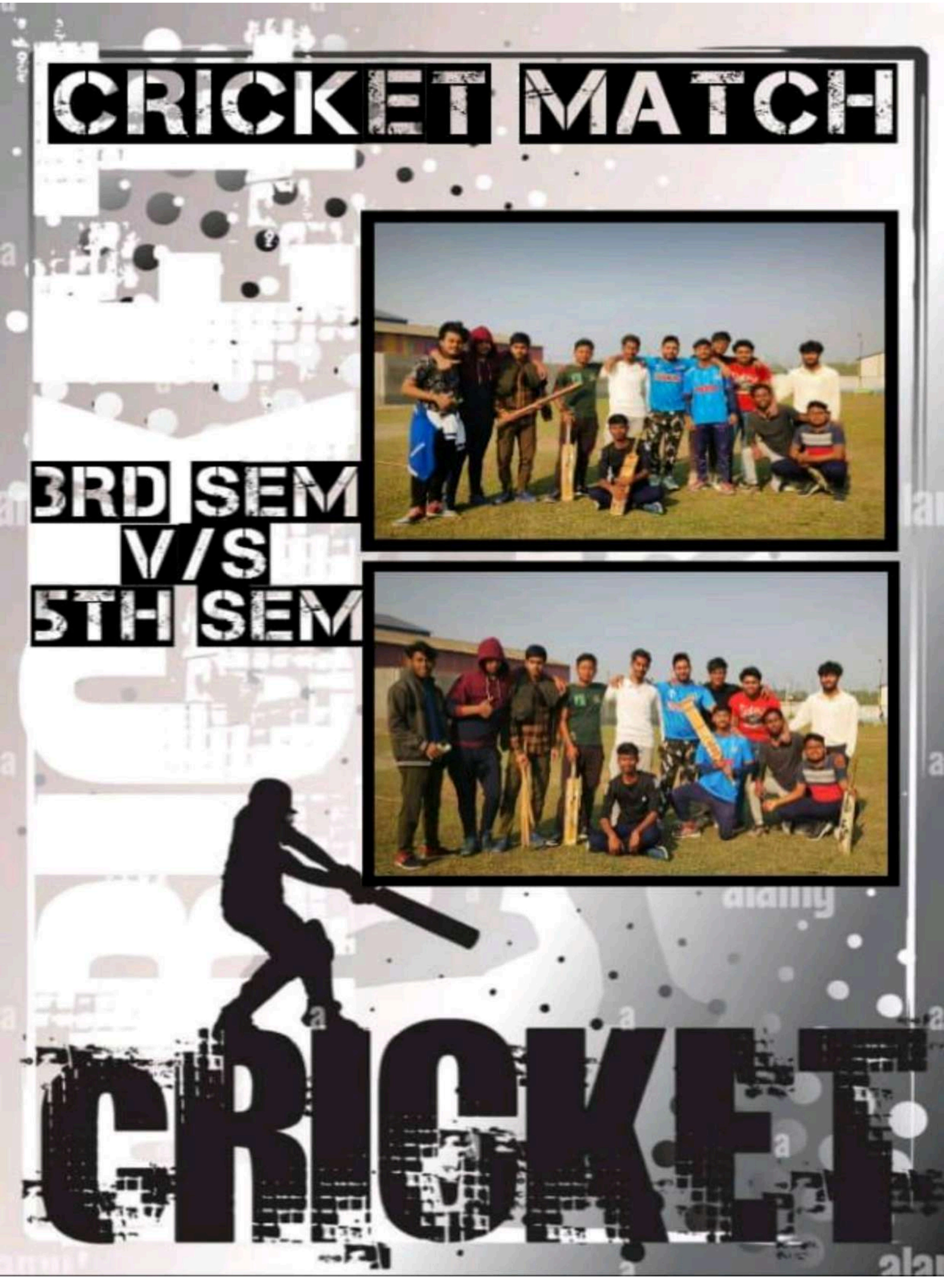
CRICKET MATCH
3RD SEM
V/S
5TH SEM
CRICKET

"Geography is the canvas of our world, where every place tells a story."

Thank You